৭৮৬
৯২

আহলে সুন্নাত অ জামায়াতের মুখপত্র

মাসিক পত্রিকা

سنی جاگرن

সুন্নী জাগরণ

সম্পাদক

মুফতী আ'যম বাঙ্গাল

শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী

দক্ষিন ২৪ পরগানা

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

৭৮৬
৯২

আহলে সুন্নাত অ জামায়াতের মুখপত্র

মাসিক পত্রিকা

সুন্নী জাগরণ

سنی جاگرن

সংখ্যা-নভেম্বর/ডিসেম্বর -২০১৮
www.sunnijagoran.ga

—ঃ উপদেষ্টা পরিষদ ঃ—

নাওয়াসায়ে সদরুল আফাযিল সাইয়েদ নিজামুদ্দীন নাঈমী, খানকায়ে নাঈমীয়া, দুবরাজপুর, ইসলামপুর, বীরভূম ।
মুফতী মোখতার আহমাদ - কাজী কোলকাতা
মাওলানা শাহিদুল ক্বাদেরী - চেয়ারম্যান ইমাম আহমাদ রেজা সোসাইটি, কলকাতা
মুফতী নুর আলম রেজবী - কোলকাতা নাখোদা মসজিদের ইমাম
ডঃ মুফতী সাকিল আহমাদ আসবী, চেয়ারম্যান আল জামিয়াতুল আসবিয়া এডুকেশনাল চ্যারিটাবল ট্রাস্ট ।
শায়খুল হাদীস মুজাহিদুল ক্বাদেরী - গাড়ীঘাট
শায়খুল হাদীস মুফতী অয়েজুল হক হাবিবী, রাজমহল
মুফতী আশরাফ রেজা নাঈমী - রাজমহল
শায়খুল হাদীস মাকবূল আহমাদ ক্বাদেরী - দক্ষিন ২৪ পরগানা
মাওলান সাহিমুদ্দীন মিসবাহী আজহারী, মুর্শিদাবাদ

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

—ঃ বিষয় ঃ—	—ঃ পৃষ্ঠা ঃ—
১ - আ'লা হজরতের এ্যাকাউন্টে জমা	১
২ - আহা রে ! কাবার ইমাম	৩
৩ - মসজিদে মসজিদে চিয়ার	৪
৪ - ইহা হইল খোদায়ীমার	৬
৫ - মিশনে মিশনে জাকাতের টাকা	৭
৬ - আপনি একান্ত তালাক দিবেন ?	৮
৭ - আহারে রাখি বন্ধন	১০
৮ - ইহার পরে কুফরী হাওয়া চলিবে	১১
৯ - আমার মক্কা, মদীনা সফর	১২
১০ - আমি মুর্শিদহারা হইয়াছি	১৫
১১ - মুনতাখাব চল্লিশ হাদীস	১৯
১২ - আপনি কখনই মুসলামান নয়	২৫
১৩ - দরবারে খাজার খাদেমগন শীয়া	২৬
১৪ - ফাতাওয়া বিভাগ	২৭

—ঃ সম্পাদক ঃ—
মুফতী আ'যম বাঙ্গাল
শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী
ইসলামপুর কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন - ৭৪২৩০৪, মোবাইল - ০৯৭৩২৭০৪৩৩৮

—ঃ প্রকাশনায় ঃ—
রেজা দারুল ইফতা সোসাইটি
ইসলামপুর কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত,পিন - ৭৪২৩০৪
মোবাইল - ০৯৭৩২৭০৪৩৩৮

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

আ'লা হজরতের এ্যাকাউন্টে জমা

রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে মুজাদ্দিদ সেই সময়ে শুভাগমন করিয়া থাকেন যখন বাতিলের ঝড় তুফানে ইসলাম বিকৃত হইয়া যাইবার পর্যায় পড়িয়া যায় । আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান ১৮৫৬ সালে বেরেলী শহরে জন্ম গ্রহন করিয়া ছিলেন। তাহার পিতা মাওলানা নাকী আলী খান ও দাদা মাওলানা রেজা আলী খান আলাইহিমার রহমাতু অর রিদওয়ান ছিলেন যুগের জবরদস্ত আলেমে দ্বীন ও দরবেশ । সময়টি ছিল বৃটিশ প্রিয়ড । ইসলাম ও মুসলমানদের মহা শত্রু সাত সমুদ্র তের নদী পার থেকে আসিয়া যেমন সুকৌশলে শত্রুতা শুরু করিয়া ছিল, তেমন মুসলমাদের ঘর শত্রু ওহাবী সম্প্রদায় ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া সুন্নী মুসলমানদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়া ছিল । যখন বাতিলের ঝড় প্রবল বেগে বহিতে আরম্ভ করিয়া ছিল এবং সেই ঝড়ে আউলিয়ায় কিরাম দিগের মাজারগুলি ও পীর দরবেশ দিগের খানকা গুলি উলটাইয়া যাইবার উপক্রম হইয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে এই ঝড় তুফানের সামনে দ্বীনের এই দরবেশ নিজের জবান ও কলমকে ঢাল করতঃ নিজে হিমালয় হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছিলেন । ফলে ধীরে ধীরে বাতিলের ঝড় তুফান থামিয়া যায় । সমস্ত মাজার ও খানকাগুলি হিফাজত হইয়া গিয়াছে । পীর ওলীগন নিজেদের গদীতে বসিয়া নিরাপদে মানুষের কাছে তাসাওফের বানী পৌছাইতে আরম্ভ করিয়াছেন । সাধারন মানুষ সমস্ত বাতিল থেকে সাবধান হইয়া গিয়া ছিল ।

মুজাদ্দিদে জামান ইমাম আহমাদ রেজা খান আলাইহির রহমাত অর রিদওয়ান অবিরাম নিজের কলমকে বল্লম করিয়া দুশমনে ইসলামের সীনাতে মারিয়া চলিয়াছেন । অমুসলিম পাদরী ও পুরহিতদের ইসলাম বিরোধী প্রশ্নের জবাব দিতে ডজন ডজন কিতাবাদি ও পুস্তক প্রনয়ন করিয়াছেন । অনুরূপ মুসলমানদের মধ্যে ওহাবী, কাদিয়ানী, শীয়া ও দেওবন্দী প্রভৃতি জামায়াত গুলির খন্ডনে শতাধিক কিতাব লিখিয়াছেন। আল হামদুলিল্লাহ! তাঁহার লেখনীর সামনে সমস্ত বাতিল মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়াছে । একদিকে যেমন তিনি সমস্ত বাতিলকে উলঙ্গ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, তেমনই তিনি কোরয়ান ও হাদীসের আলোকে সুন্নীয়াতকে আয়নার থেকে সাফ করিয়া দিয়াছেন । আ'লা হজরতের এই সাফ সুন্নীয়াতকে 'মাসলাকে আ'লা হজরত' বলা হইয়া থাকে । এই 'মাসলাকে আ'লা হজরত' এর উপরে যাহারা চলিয়া থাকে তাহাদিগকে বলা হইয়া থাকে বেরেলবী জামায়াত ।

বর্তমানে 'সুন্নী' বলিতে বেরেলবী জামায়াত । আর বেরেলবী জামায়াত বলিতে যাহারা 'মাসলাকে আ'লা হজরত' এর পূর্ন সমর্থক ও ইমাম আহমাদ রেজা খান আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ানের পূর্ন পদাংক অনুসরবকারী। যাহারা 'মাসলাকে আ'লা হজরত' এর বিরোধীতা করিয়া থাকে অথবা ইমামে আহলে সুন্নাত আহমাদ রেজা খান বেরেলবীকে সমালোচনা করিয়া থাকে তাহারা অদৌ সুন্নী নয় । বর্তমানে আরব ও অনারব সর্বত্রে ইহাই মশহুর যে, অখন্ড ভারতে একমাত্র সুন্নী তাহারা যাহারা ইমাম আহমাদ রেজা খানকে মানিয়া 'মাসলাকে আ'লা হজরত' এর উপরে চলিয়া থাকে তাহারা বেরেলবী জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত।

এইবার সমস্ত বাতিল ফিরকার নজরে যাহারা পীর মানিয়া থাকে তাহারা হইল বেরেলবী জামায়াত, যাহারা মাজার মানিয়া থাকে তাহারা হইল বেরেলবী জামায়াত, যাহারা মহর্রম করিয়া থাকে তাহারা হইল বেরেলবী জামায়াত, যাহারা কবরে সিজদা করিয়া থাকে তাহারা হইল বেরেলবী জামায়াত,যাহারা পীরকে সিজদা করিয়া থাকে তাহারা হইল বেরেলবী জামায়াত, যাহারা কাওয়ালী করিয়া থাকে তাহারা হইল বেরেলবী জামায়াত, যাহারা উরুস করিয়া থাকে তাহারা হইল বেরলবী জামায়াত, যাহারা মাজারে মেয়েদের অবাধ অনুমতি দিয়া থাকে তাহারা হইল বেরেলবী জামায়াত ইত্যাদি ।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

আপনি কি সত্যিকারে সুন্নী বেরেলবী ? আপনি কি সত্যিকারে 'মাসলাকে আ'লা হজরত' এর সমর্থক ? আপনি কি সত্যিকারে আ'লা হজরতকে অনুসরন করিয়া থাকেন ? আপনি সত্যিকারে যদি আ'লা হজরতকে অনুসরন করতঃ সুন্নী হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই আপনি একজন জাহেল হইয়া নিজেকে পীর দাবী করতঃ মানুষকে গোমরাহ করিতেন না । আপনি আপনার মহিলা মুরীদদিগের দ্বারায় খিদমাত নিতেন না । আপনি আপনার মুরীদদের দ্বারায় সিজদা করাইয়া থাকেন । আপনি মুরীদ মহলে নিজের ছবি দিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন ইত্যাদি । আপনার কার্যকলাপের সহিত 'মাসলাকে আ'লা হজরত' এর কতটা মিল রহিয়াছে ? আপনি পীর সাজিয়া ভন্ডামী করিয়া বেড়াইতেছেন । আর আ'লা হজরতের এ্যাকাউন্টে জমা হইতেছে যে, বেরেলবী দিগের পীর এইরূপ হইয়া থাকে । লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ !

আপনি কি সত্যিকারে 'মাসলাকে আ'লা হজরত' এর অনুসারী ? আপনি কি সত্যিকারে ইমামে আহলে সুন্নাতের মতপথের উপরে রহিয়াছেন ? আপনি কি সত্যিকারে বেরেলবী সুন্নী ? আপনি যদি সত্যিকারে বেরেলবী সুন্নী হইতেন, তাহা হইলে আপনি অবশ্যই একজন জাহেল জালিমের হাতে বায়েত গ্রহন করতঃ মুরীদ হইতেন না । ছিঃ আপনি একজন ভন্ডকে পীর বানাইয়া নিয়া তাহাকে সিজদা করিতেছেন ! আপনি একজন ভন্ডের ছবি ঘরে রাখিয়া স্বপরিবারে সকাল সন্ধায় তাহাতে ধূপধুনা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন ! আপনি আপনার মা, মেয়ে ও বউকে অবাধে ভন্ডের সেবায় যাতায়াতের পারমিশন দিয়া রাখিয়াছেন ! লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ ! আপনার এই শরীয়াত বিরোধী কার্যকলাপ গুলি আ'লা হজরতের এ্যাকাউন্টে জমা হইতেছে । আপনি কি তাহা খবর রাখিয়াছেন ! আপনি হয়তো খবর রাখেন নাই, আপনার ভন্ড পীরকে দেখিয়া বাতিল ফিরকার মানুষেরা গাওস পাককে বিচার করিতেছে, খাজা আজমিরীকে বিচার করিতেছে, আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খানকে বিচার করিতেছে যে, তাঁহারা এই রকম পীর ছিলেন । আপনার ভন্ড পীরের জন্য আজ খাটি পীরানে পীরগনকে পীর বলিলে তাঁহারা লজ্জা বোধ করিতেছেন । আল্লাহর অয়াস্তে মাসলাকে আ'লা হজরতের কলঙ্ক না করিয়া নিজেরা শরীয়ত সম্মত সংশোধন হইয়া যান ।

আপনি কি কখন ঠান্ডা মাথায় গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন যে, আপনি বেরলবী সুন্নী ? কখনই নয় । আপনি বেরেলবী সুন্নী হইলে নিশ্চয় আপনি কখনো নকল মাজারের পিছনে পড়িয়া যাইতেন না । আপনি নকল মাজারে ফুল চাদর দিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন । সেখানে গিয়া হাজত মান্নত আদায় করিতেছেন । আবার আসল মাজারকে বিদয়াত ও বেশারা কাজে কালো করিয়া ফেলিয়াছেন । পীর ও ওলীদের মাজার গুলিকে গান বাজনায় ও রং তামাশায় মেলায় পরিনত করিয়া দিয়াছেন। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ ! আপনাদের বেশারা কার্যকলাপ গুলি আ'লা হজরতের এ্যাকাউন্টে গিয়া জমা হইতেছে তাহা কি কোন দিন চিন্তা করিয়াছেন ! মাসলাকে আ'লা হজরত তো আয়নার থেকে সাফ ছিল । আপনারা সেই স্বচ্ছ আয়নার উপরে কাদার লেপন দিতে আরম্ভ করিয়াছেন । ফলে বাতিল ফিরকা গুলি যে মাসলাকে আ'লা হজতের দিকে তাকাইয়া কথা বলিবার সাহস পাইতো না, আজ তাহারা সুন্নীদের নাকের উপরে আঙ্গুল রাখিয়া কথা বলিবার সুযোগ পাইতেছে ।

আপনি কি দেখিতে পাইতেছেন না যে, অধিকাংশ মাজারের অবস্থা কি হইয়া গিয়াছে ? মাজারের উরূস হইয়া গিয়াছে যাঁক যমকের মেলা । মেয়ে ও মরদের খেলা। উরূসে হইতেছে ঘোড়াদোলা, নাগেরদোলা ও জুয়া খেলা। প্রথম দিনে মৌলবী মাওলানাদের মীলাদ কিয়াম, দ্বিতীয় দিনে কাওয়ালীর অনুষ্ঠান, তৃতীয় দিনে ফকিরী গান ও চতুর্থ দিনে বাউলদের গানের অনুষ্টান । আপনাদের এই কাজগুলি কি মাসলাকে আ'লা হজরতের অঙ্গ ? এখন পর্যন্ত আপনারা নিজদিগকে বেরেলবী বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন ! আপনাদের কার্যকলাপে মাসলাকে আ'লা হজরতকে কলঙ্কিত করা হইতেছে কি না ? আপনাদের এই শরীয়ত বিরোধী কাজ গুলি আ'লা হজরতের

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

এ্যাকাউন্টে গিয়া জমা হইতেছে। আপনি কি সত্যিকারে আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ানকে মানিয়া সুন্নী ? কখনই নয় । অন্যথায় আপনি কবর সিজদাকে প্রশ্রয় দিতেন না । মাসলাকে আ'লা হজরত কবর সিজদা তো দুরের কথা কবর চুম্বন থেকে বিরত থাকিবার পরামর্শ দিয়া থাকে । এইবার বলুন ! বাতিলের বাপের শক্তি রহিয়াছে যে, এই মাসলাতে মাসলাকে আ'লা হজরতের দিকে তাকাইয়া কথা বলিবে ? কিন্তু আপনার মত মানুষকে কবরে সিজদা করিতে দেখিয়া বাতিল আপনাকে বেরেলবী বলিয়া চীহ্নীত করিয়া দিবে । এইখানে আমাদের দুঃখ ।

আপনি কি সত্যিকারে সুন্নী ? কখনোই নয় । অন্যথায় আপনি মুহার্রমের নামে মাতলামীর সহিত মাতম করিতেন না । কারবালার ময়দান কেমন হইয়া ছিল ! আর আজ আপনারা কি করিতে যাইতেছেন ! ভাড়াটিয়া মাতম পার্টি আনিয়া তাহাদের প্রাইজ প্রদান করিতেছেন ! তাজিয়ার চারিদিকে তাওয়াফ করিতেছেন ! তাজিয়ার সামনে সিজদাও পর্যন্ত করা হইতেছে ! আবার সেই তাজিয়াকে বিসর্জন দিতে যাইতেছেন ! এই বিসর্জনটি দেখিবার মতো । হিন্দুদের ঠাকুর বিসর্জন হার মানিয়া নিবে ! তরুন তরুনী ও যুবক যুবতী হুলি খেলিতে খেলিতে ইমাম হুসাঈনের তাজিয়া বিসর্জন ! শীয়াদের সমস্ত শয়তানী কাজের নকল ! আবার এইগুলি আ'লা হজরতের এ্যাকাউন্টে জমা ! কারন, বাতিলের নজরে আপনারা সবাই যে সুন্নী হইয়া রহিয়াছেন ।

আমার মাননীয় মোহতারাম উলামায়ে কিরাম ! আল্লাহর অয়াস্তে একটু পিছপা হইয়া যান । নকল মাজার গুলির স্বীকৃতি দিবেন না । আসল মাজার গুলি দিনের পর দিন বিদয়াত ও বেশারা কাজের আড্ডা খানা হইয়া যাইতেছে । একই ইস্টেজে তিন চার রকমের অনুষ্ঠান হইতেছে । উলামায় কিরাম নিজেদের ভাগের দিনে খুব না'রা লাগাইয়া থাকেন - 'মাসলাকে আ'লা হজরত' জিন্দাবাদ । অথচ সবাই জ্ঞাত রহিয়াছেন যে, আগামী কাল থেকে পরপর তিন চার দিন ব্যাপী এই ইস্টেজে চলিতে থাকিবে বাদ্যসহকারে কাওয়ালী, বাউলগান ও ফকিরীগান। আরো যে কত প্রকারের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে তাহা আমি আর ব্যক্ত করিলাম না । আমার ধারনা যে, উলামায়া কিরাম যদি যৌথ ভাবে প্রচেষ্টা চালাইয়া থাকেন, তাহা হইলে ধীরে ধীরে সাধারন মানুষ সংশোধন হইতে থাকিবে । অন্যথায় 'মাসলাকে আ'লা হজরত' এর মর্যাদা হানী করা হইবে। প্রত্যেক মানুষ জানিবে যে, মাজারকে কেন্দ্র করিয়া যাহা কিছু হইয়া থাকে সেগুলিতে 'মাসলাকে আ'লা হজরত' এর সমর্থন রহিয়াছে । আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে বুঝিবার তাওফীক দান করিয়া থাকেন

আহ রে ! কাবার ইমাম

এখন পর্যন্ত বহু মানুষ ভুল ধারনার মধ্যে রহিয়াছে যে, কাবা শরীফের ইমামগন নিশ্চয় খুব পাক পবিত্র মানুষ। অন্যথায় কাবার ইমাম হইতে পারিতো না । এই সমস্ত মানুষ অতীতের কথা কেন যে এতটুকু চিন্তা করিয়া থাকে না । সারা দুনিয়া অবগত রহিয়াছে যে, পবিত্র কাবা শরীফের ভিতরে কয়েক যুগ ধরিয়া অপবিত্র ঠাকুরগুলি স্থান পাইয়া ছিল । তবে কাবার বাহিরে বেদ্বীন দাঁড়াইয়া যাইতে পারে না! কাবা শরীফ ও মদীনা শরীফের ইমামগন বেদীন নয় তো আবার কি ! ইহারা আল্লাহ ও রসুলের পরওয়া করিয়া থাকেনা । সৌদীর রাজা বাদশাদের পূজা করিয়া থাকে । ইহাদের নিকটে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সুন্নাতের প্রতি কোন গুরুত্ব নাই । শয়তানের দল পুরা সৌদী থেকে পাগড়ীর মতো একটি সুন্নাতকে শেষ করিয়া দিয়াছে । কেহ পাগড়ি পরিধান করিয়া থাকে না । সৌদীর রাজা বাদশাদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহাদের অনুকরনে মাথায় একটি রুমাল ও বেড়ি পরিধান করিয়া থাকে । সত্তর বৎসর থেকে শয়তানের দল মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে নবুবীতে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওজা পাককে পাঁচ লাইন পিছনে রাখিয়া নামাজ পড়িয়া আসিয়াছে । কোন দিন মনে

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

প্রানে জাগে নাই যে, সারা দুনীয়ার মসজিদে ডানদিকের লাইনে সাওয়াব বেশি কিন্তু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মসজিদে বামদিকের লাইনে সাওয়াব বেশি। কারন, এই বামদিকে রহিয়াছে হুজুর পাকের পবিত্র রওজা শরীফ । সেই রসুল পাকের পবিত্র রওজাকে পাঁচ লাইন পিছনে রাখিয়া ইহাদের ইমামগন নামাজ পড়াইয়াছে । হঠাৎ করিয়া সৌদীর ছোকরা বাদশা সালমান রওজাপাকের সম্মুখ থেকে পাঁচটি লাইন বাতিল করিয়া দিয়াছে। এখন পাঁচ লাইন পিছনে আসিয়া ইমামগন নামাজ পড়াইতেছে । সত্তর বৎসর থেকে যে মুসাল্লায় দাঁড়াইয়া নামাজ পড়াইয়াছে আজ কোন্ কারনে সেই মুসাল্লা ত্যাগ করিয়া দিল ! মসজিদে নববী ও কাবার ইমামগন হইল সৌদীর রাজা বাদশাদের গোলাম। আজ যদি সৌদী সরকার মসজিদের ভিতরে কোন কোনায় এবং কাবা শরীফের ভিতরে দুইচারটি ঠাকুর রাখিয়া দিয়া থাকে, তবে তাহারা কোন প্রকার প্রতিবাদ না করিয়া নামাজ পড়াইবেনা বলা মুশকিল । আল্লাহ তায়ালা ইহাদের প্রতিবাদ করিবার জবানের উপরে মোহর করিয়া দিয়াছেন। শয়তানের দল ভারত পাকিস্থানের সুন্নী মুসলমানদের কবর পূজক বলিয়া থাকে। কিন্তু দুবাইয়ের মতো জায়গাতে দেড় হাজার বৎসর পর নতুন করিয়া বিশ্বের বড়সড় মন্দির হইতে চলিয়াছে । স্বয়ং বাদশা সেই মন্দিরের উদ্বোধনীতে 'জয় শীয়া রাম' বলিয়া অংশ গ্রহন করিয়াছেন । আবার নিজে পূজার প্রসাদের ডালি হাতে নিয়া পূরোহিতের পিছনে লাইন দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন । মক্কা ও মদীনার ইমামদের মুখে তালা পড়িয়া রহিয়াছে কেন ! কোন দিন কোন সংবাদ পত্রে তো তাহাদের কোন কথা প্রকাশ হয় নাই! তাহাদের এই আচারন কিসের ইংগিত বহন করিয়া থাকে! হায় আফসোস! আমাদের দেশের বেদ্বীন জামায়াত গুলি এখনো পর্যন্ত কাবার ইমামদের বেদ্বীনীকে ঢাকা দিয়া সুন্নীদের সামনে তাহাদের দোহাই দিয়া থাকে যে, কাবা শরীফ ও মসজিদে নববীর ইমামগন তো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরে হাত উঠাইয়া দোয়া করিয়া থাকে না ইত্যাদি । যাইহোক, এখন আমি আসল কথা বলিতেছি । এই সেই কাবার প্রাক্তন ইমাম আল কালবানী, এই অল্পদিন হইল নিজে এক গোছা তাশ হাতে নিয়া তাশের ঘর উদ্বোধন করিয়াছেন। তাহার সঙ্গে ছিল সৌদীর গন্যমান্য ব্যক্তিরা। আমাদের দেশের বাতিল ফিরকা গুলির মানুষেরা এই সমস্ত ইমামের পিছনে নামাজ পড়িয়া লক্ষ লক্ষ সওয়াবের আশা করিয়া থাকে । লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

মসজিদে মসজিদে চিয়ার !

বর্তমানে একটি নতুন ফ্যাশন ব্যাপক থেকে ব্যাপক ভাবে চালু হইতে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে । টাউন বাজারে অধিকাংশ মসজিদে এবং গ্রাম পল্লীতে কিছু কিছু মসজিদে চিয়ার চালু হইয়া গিয়াছে । শহরের মসজিদ গুলিতে দশ বিশ পঞ্চাশটি করিয়া চিয়ার লাগানো রহিয়াছে । আহ্ রে নামাজী সাহেব ! চিয়ারে বসিয়া নামাজ আদায় করিবে । চিয়ারে বসিয়া নামাজ আদায় কারীদের আধিকাংশ বাইক নিয়া সারা দিন ভোঁভাঁ করিয়া ঘুরিয়া থাকে । ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়াইয়া ও পথ চলিয়া থাকে । সংসারে কোন কাজ করিতে বাকি রাখিয়া থাকে না । কেবল মসজিদে আসিলে চিয়ার প্রয়োজন হইয়া থাকে । কারন জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া থাকে ডাক্তার সাহেব পরামর্শ দিয়াছে । তবে আর কেন ! চিয়ারে বসিয়া নামাজ পড়িতেই হইবে । অথচ এই ডাক্টার সাহেব ইসলামের কেহ নয় অথবা নামধারী মুসলমান মাত্র । ইসলামের ধার কাছ দিয়া চলিয়া থাকে না । আপনি একজন মুমিন মুসলামন হইয়া নামাজের মতো একটি ইবাদত ডাক্তারের পরামর্শ মতো আদায় করিতে চাহিতেছেন !

ঈমানের পরে প্রথম ইবাদত হইল নামাজ । নামাজ সব চাইতে বড় ইবাদত । যথাসাধ্য শারা শরীয়াত অনুযায়ী আদায় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । নিজে নিজে কারণ বাহির করিয়া নিজেকে অক্ষম সাজাইয়া ইচ্ছা মতো নামাজ আদায় করিলে চলিবে না । অনুরূপ কোন ডাক্তারের কথা মতো নামাজ আদায় করিলে চলিবে না । কারণ,

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

ডাক্তারদের সমস্ত পরামর্শের উপরে আমল করা জায়েজ হইবে না । কারণ, অধিকাংশ ডাক্তার শরীয়াত সম্পর্কে অবগত নয় ।

প্রকৃত পক্ষে যে ব্যক্তি অসুস্থ ও অক্ষম তাহার জন্য শরীয়তে পাক যে পরামর্শ দিয়াছে সেই পরামর্শ অবলম্বন করা অয়াজিব । কোন ডাক্তারের কথা নয় । প্রকাশ থাকে যে, শরীয়ত কখনো কাহারো শক্তি সামর্থের বাহিরে কোন নির্দেশ দিয়া থাকে না । অক্ষম ব্যক্তির জন্য নামাজ জমীনে বসিয়া আদায় করিতে হইবে । অক্ষম ব্যক্তির জন্য বসিবার কোন নির্ধারিত নিয়ম নাই । চাই দুই জানু হইয়া বসিতে পারে আবার চাহিলে চার জানু হইয়া বসিতে পারে । যদি কেহ নিজে নিজে বসিতে সক্ষম না হইয়া থকে, তাহা হইলে কাহারো সাহায্য নিয়া বসিবার পরে নামাজ আদায় করিবে। যদি কোন প্রকার বসা সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে শয়নাবস্থায় নামাজ আদায় করিবে । আর যদি কেহ দাঁড়াইতে সক্ষম কিন্তু রুকু ও সিজদা করিতে সক্ষম না হইয়া থাকে, তাহা হইলে উত্তম হইল যে, দাঁড়াইয়া নামাজ আদায় করিবে । রুকু ও সিজদা করিতে সক্ষম না হইলে ইংগিতে সিজদা করিয়া নিবে । কিন্তু চিয়ারে বসিয়া নামাজ আদায় করা জায়েজ হইবে না । কারণ, হাদীস পাকে বর্নিত হইয়াছে -

"عن جابر ان النبی ﷺ عاد مریضا فراه صلّی وسادة فاخذها فرمی بها فاخذ عودا یصلی علیه فاخزه فرمی به وقال صلّ علی ان استطعت والّا فاومی ایماء واجعل سجودک اخفض من رکوعک"

হজরত জাবীর রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম একজন রুগীকে দেখিতে গিয়াছিলেন । এই সময়ে সেই রুগী বালিশের উপরে বসিয়া নামাজ আদায় করিতে ছিলেন হুজুর পাক বালিশটি নিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন । অতঃপর লোকটি একটি কাঠের গুড়ি নিয়াছেন যে, উহার উপর বসিয়া নামাজ আদায় করিবে। হুজুর পাক তাহাও নিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, শক্তি থাকিলে জমিনের উপর নামাজ পড়িবে । অন্যথায় ইংগিত করতঃ নামাজ আদায় করিবে এবং রুকু অপেক্ষা সিজদায় বেশি ঝুঁকিয়া যাইবে। (মোসনাদে বাযযার, সংগৃহত কানযুল ঈমান, মে সংখ্যা ২০১৮)

অনুরূপ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন -

"صلّ قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلی جنب"

তুমি দাঁড়াইয়া নামাজ পড়ো । যদি শক্তি না থাকে, তাহা হইলে বসিয়া । যদি শক্তি না থাকে, তাহা হইলে শুইয়া । (তিরমিজি শরীফ)

উল্লোখিত বর্ননাগুলি থেকে প্রমান হইতেছে যে, শক্তি না থাকিলে উঁচু কোন জিনিষের উপর বসিয়া নামাজ হইবে না । চিয়ারে বসিয়া নামাজ না হইবার কারণ হইল যে, ইহাতে না লাইন সোজা করা সম্ভব হইয়া থাকে, না পায়ের গোড়ালীর সোজা গোড়ালী রাখা সম্ভব হইয়া থাকে। দ্বিতীয় কারন হইল যে, লাইনের মধ্যে চিয়ার থাকিবার কারনে লাইন কাটা হইয়া থাকে, অথচ লাইন সোজা করা অয়াজিব এবং লাইন কাটা মাকরূহ তাহরিমী এখন জরুরী কথা হইল যে, উলামায়ে কিরাম ফতওয়া দিয়াছেন -

"جمع ہو یا عیدین یا عام دن جو زمین پر بیٹھ کر رکوع سجدہ کرسکتا ہے اگر وہ کرسی پر پیر لٹکا کر

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

بیٹھ کر اشارہ سے نماز پڑھے گا تو اسی نماز تو ہوگی نہیں بلکہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھی گئی تمام نمازوں کا اعادہ (لوٹانا) واجب ہوگا ایسا شخص جب صف کے درمیان کرسی رکھے گا تو اس سے ضرور قطع صف لازم آئے گی اور یہ گناہ گر بھی ہے جو نمازی اس پر راضی ہوں وہ بھی گناہ گار ہیں"

জুময়া হউক অথবা দুই ঈদ অথবা অন্য যে কোন দিন, যে ব্যক্তি জমীনে বসিয়া রুকু ও সিজদা করিতে সক্ষম যদি সে চিয়ারে বসিয়া পা ঝুলাইয়া নামাজ পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে নামাজ তো হইবে না বরং চিয়ারে বসিয়া যত নামাজ পড়িয়াছে সমস্ত নামাজ পূনরায় পড়িয়া দেওয়া অয়াজিব হইবে । এই প্রকার ব্যক্তি যখন লাইনের মাঝখানে চিয়ার রাখিয়া দিবে, তাহাতে অবশ্যই লাইন কাটা হইয়া যাইবে । আর ইহা হইল গোনাহ। এই প্রকার নামাজ পড়াতে যে রাজি হইবে সেও গোনাহগার হইবে । (সংগৃহীত কানযুল ঈমান, মে সংখ্যা ২০১৮)

উপরের ফতওয়া অনুযায়ী মসজিদ কমিটির জন্য জরুরী যে, মসজিদে কাহারো জন্য চিয়ার রাখিবার অনুমতি না দেওয়া । অন্যথায় গোনাহগারহ ইয়া যাইবে ।

ইহা হইল খোদায়ীমার !

আল্লাহ তায়ালা হইলেন খালেক বা স্রোষ্টা এবং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হইলেন প্রথম মাখলুক বা সৃষ্টি । তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া আল্লাহ তায়ালা কুল কায়েনাত সৃষ্টি করিয়াছেন । যেমন হাদীসে কুদসীর মধ্যে বলা হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা ঘোষনা করিয়াছেন-

"لولاک ماخلقت الافلاک" প্রিয় পয়গম্বর ! যদি তুমি না হইতে, তাহা হইলে আমি আসমান পয়দা করিতাম না ।

আল্লাহ তায়ালা আরো ঘোষনা করিয়াছেন -

"لولاک ماخلقت الدنیا" প্রিয় পয়গম্বর! যদি তুমি না হইতে, তাহা হইলে আমি দুনিয়া সৃষ্টি করিতাম না ।

আল্লাহ তায়ালা আরো ঘোষনা করিয়াছেন -

"لولاک ماخلقت الجنة و النار" প্রিয় পয়গম্বর ! যদি তুমি না হইতে, তাহা হইলে আমি জান্নাত ও জাহান্নাম পয়দা করিতাম না ।

আল্লাহ তায়ালা আরো ঘোষনা করিয়াছেন -

"لولاک ما اظهرت الربوبية" প্রিয় পয়গম্বর ! যদি তুমি না হইতে, তাহা হইলে আমি আমার রবুবীয়াতকে প্রকাশ করিতাম না । (খাসায়েসে কোবরা, মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া, রূহুল বাইয়ান, মাদারিজুন নবুওয়াত)

সুবহানাল্লাহ ! অল হামদুলিল্লাহ ! অ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ! হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হইলেন মাখলুক বা সৃষ্টির মুল উৎস । বরং তিনি মাখলুক হইয়া খালেক ও মাখলুকের মাঝে মহা মাধ্যম। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াকে যাহা কিছু দিয়া থাকেন তাহা তাঁহারই অসীলায় বা তাঁহার মাধ্যেমে । দুনিয়া যাহা কিছু পাইয়া থাকে তাহা তাঁহারই মাধ্যমে । যাহারা তাঁহাকে মাধ্যম না মানিয়া থাকে তাহারা সঠিক অর্থে মুসলমান নয় । তাহাদের বিপদ পায়ে পায়ে ।

বর্তমান সৌদী সরকার হইল ওহাবী । সেখানকার আলেম ও তালিবুল ইল্ম সবাই ওহাবী । ক্বাবা শরীফ ও মসজিদে নববীর ইমামগন হইল ওহাবী । এই ওহাবী সম্প্রাদায় হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে মাধ্যম মানিয়া থাকে না । হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

অ সাল্লামের রওজা পাকের দিকে মুখ করিয়া তাঁহার অসীলা অবলম্বন করতঃ দরবারে ইলাহীতে চাওয়া, মাঙ্গা করা তাহাদের নিকট যঘন্ন অপরাধ । এই কারনে তাহারা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওজা পাকের কাছে পুলিশ রাখিয়া বিশ্ব মুসলিমকে হাত উঠাইতে চরম ভাবে বাধা প্রদান করিয়া থাকে । তাই তাহাদের উপর খোদায়ী মার পড়িয়াছে যে, এই দেশের আলেম ও তালিবুল ইল্মদিগের মুখ রহিয়াছে সেখানকার রাজা বাদশার দিকে। আর বাদশার মুখ রহিয়াছে আমেরিকা ও ইজরাঈলের দিকে। ইহারা সুন্নী মুসলমান দিগকে মুশরিক বলিতে ব্যস্ত। কারণ, তাহারা পীর ও পয়গম্বরদিগের মাজার মানিয়া থাকে। তাই ইহাদের উপর খোদায়ী মার পড়িয়াছে যে, তাহারা নিজদের দেশে মন্দির ও গির্জা করিবার কেবল অনুমতি দিয়ে ক্ষ্যান্ত হয় নাই বরং জমি ও অর্থও পর্যন্ত দান করিয়াছে। অথচ আলেম ও তালিবুল ইল্মদের মুখে মোহর লাগিয়া গিয়াছে । ইহা হইল আরবের ওহাবীদের অবস্থা। এখন ভারতীয় ওহাবীদের অবস্থার দিকে লক্ষ করিয়া দেখুন। ইহারা সুন্নীদের কবর পূজক বলিয়া চিৎকার করিয়া চলিয়াছে এবং বারই রবীউল আওয়ালের পতাকা ও জুলুসকে বিদয়াত বলিয়া থাকে । এখন ইহারা নিজেরা পতাকা পূজা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আর সেই সঙ্গে মিছিলের ধুমধাম। ইহাদের কাছে নবী দিবসের কোন গুরুত্ব নাই, বরং বিদয়াত বলিয়া থাকে। তবে স্বাধীনতা দিবসের গুরুত্ব ও মাহত্ব প্রায় সুন্নাতের পর্যায় ফেলিয়া দিয়াছে । জমীয়াত নেতা সিদ্দিকুল্লাহ সাহেবের নির্দেশে পশ্চিম বাংলায় কয়েক শত দেওবন্দী মাদ্রাসায় অভিনব কায়দায় পতাকা উত্তলন করিয়াছে। আর সেই সঙ্গে শত শত আলিম ও তালিবুল ইল্ম হাতে বিভিন্ন প্রকার ব্যানার ও ফেসটুন নিয়া মাইলের পর মাইল পরিক্রমা করিয়াছে । স্বাধীনতা দিবস১৫ ই আগষ্ট পার হইয়া গিয়াছে প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে । কিন্তু আজ পর্যন্ত 'কলম' পত্রিকায় প্রতি দিন প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তলন ও মিছিল মিটিংনের ছবি । হায়রে স্বাধিনতা দিবস ! কোথায় লুকাইয়া ছিল এই বর্কাতময় স্বাধীনতা দিবস । নিশ্চয় আপনারা অনেকেই 'কলম' পত্রিকা দেখিয়া থাকেন । আমার কথার সঙ্গে বাস্তব মিল করিয়া নিন যে, পতাকা তুলিবার কেমন সুন্দর পদ্ধতি ! কত সুন্দর বেদী তৈরি করতঃ চারিদিকে গোল হইয়া দাঁড়াইয়া পতাকার দিকে আবেগপূর্ন দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে ক্বারী, মুফতী, মাওলানা ও মৌলবীগন ! কি মজার দেখিবার মত দৃশ্য ! অথচ ইহারা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের আগমন দিবসে পতাকা ও জুলুসকে নাজায়েজ বলিয়া থাকে, হুজুর পাকের অসীলা অবলম্বন করাকে বিরধীতা করিয়া থাকে, উরুস ও ফাতিহাকে বিদয়াত বলিয়া থাকে। ইহাই হইল তাহাদের জন্য খোদয়ী মার !

মিশনে মিশনে যাকাতের টাকা !

যাকাত ফরজ ! যাকাত অস্বীকার কারী কাফের। যাকাত অনাদায়কারী ফাসেক । কয়েক শ্রেনীর মানুষ যাকাত পাইবার হক্বদার । যথা, ফকীর অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যাহার কাছে নিসাব পরিমান মাল নাই । মিসকীন অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যাহার কাছে না পানাহারের সামগ্রী রহিয়াছে, না পরিধানের কাপড় । ঋনী ব্যক্তি যাহার ঋন পরিশোধ করিবার মতো সামর্থ নাই। মুসাফির যাহার নিকটে সফরের অবস্থায় পয়সা নাই । এই মুসাফিরকে প্রয়োজন মত যাকাতের পয়সা প্রদান করা যাইতে পারে ইত্যাদি ।

যাকাত প্রদান করিবার জন্য শর্ত হইল যে, যে গরীবকে যাকাত প্রদান করা হইবে তাহাকে যাকাতের মালের পুরাপুরী মালিক বানাইয়া দেওয়া । অন্যথায় যাকাত আদায় হইবে না । সরাসরি মসজিদে যাকাত দেওয়া জায়েজ নয়। কারন, মসজিদের কোন মালিক নাই । মাদ্রাসা ও মুসাফির খানা নির্মানের কাজে যাকাতের টাকা ব্যবহার করিলে যাকাত আদায় হইবে না । বর্তমানে দ্বীনী মাদ্রাসাগুলি যাকাত ফিৎরার উপরে নির্ভর করিয়া চলিতেছে । এই জন্য এই সমস্ত টাকার সব চাইতে বেশি হক্বদার হইল মাদ্রাসা । অন্যথায় দ্বীন একেবারে দুর্বল হইয়া যাইবে। তবে মাদ্রাসা কমিটির সদস্যদের জন্য, বিশেষ করিয়া

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

সেক্রেটারীর জন্য জরুরী হইল যে, যাকাত ফিৎরার টাকা কালেকশান করিবার পর সরাসরি না শিক্ষকদের বেতন দিবে, না বক্তাদের নজরানা প্রদান করিবে, না মাদ্রাসার বিল্ডিং বানাইবে । অন্যথায় যাকাত প্রদান কারীর যাকাত আদায় হইবে না । যাকাত প্রদানকারী গোনাহগার হইয়া থাকিবে এবং মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ হইবে বড় গোনাগার । এই বড় গোনাহ থেকে বাঁচিতে হইলে শরীয়াত সাপেক্ষ হিলা করিতে হইবে । এই হিলা করিবার পদ্ধতি হইল এইরূপ যে, কোন গরীব তালিবুল ইল্মকে অথবা কোন গরীব মানুষকে যাকাতের টাকা দিয়া মালিক বানাইয়া দিতে হইবে। অতঃপর সে সেচ্ছায় মাদ্রাসায় দান করিয়া দিবে । এইবার এই টাকা মাদ্রাসার যে কোন কাজে ব্যয় করা যাইবে।

বর্তমানে লক্ষ লক্ষ যাকাতের টাকা বিভিন্ন মিশন কলেকশান করিতেছে । এই মিশন গুলি নিছকই দ্বীনী প্রতিষ্ঠান নয় । এই মিশন গুলিতে যাকাতের টাকা দেওয়া নেওয়া করা নাজায়েজ ও গোনাহের কাজ । ইহাতে যাকাত প্রদানকারীর যাকাত আদৌ আদায় হইবে না । আর যাহারা যাকাত কালেকশান করিতেছে, তাহারা আত্মসাত কারীর পর্যায় পড়িয়া থাকিবে । অনুরূপ মুসলিমদের জন হিতকর কোনো কাজে যাকাতের টাকা ব্যবহার করিলে যাকাত আদায় হইবে না । আজকাল বড় বড় সেট সাহেবরা নাম নেওয়ার জন্য বড় বড় মানুষের হাতে, বিভিন্ন মিশন, ট্রাস্ট এ্যাকাডেমিতে হাজার হাজার যাকাতের টাকা দান করিয়া চলিয়াছে । কিন্তু তাহারা এই টাকার পরিনাম সম্পর্কে একবার চিন্তা করিয়া দেখে নাই ।

আপনি একান্তই তালাক দিবেন ?

যদিও অমুসলিম সম্প্রদায়, বিশেষ করিয়া বর্তমান বিজেপি সরকার মুলতঃ তালাক বিরোধী । আবার ইহাদের সঙ্গেও রহিয়াছে মুসলমানদের একটি অংশ । অবশ্য এই অংশটি নামে মাত্র মুসলমান । প্রকাশ থাকে যে, তালাক হইল ইসলামের একটি বিশেষ অধ্যায় । সুতরাং কোন মুসলমান এই অধ্যায়কে উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। কারণ, যথা সময়ে তালাকের মধ্যে রহিয়াছে মঙ্গল ও কল্যান। তালাকের মধ্যে রহিয়াছে স্বামী ও স্ত্রীর মঙ্গল ও কল্যান । উভয়েই তালাকের মাধ্যমে শান্তির জীবন খুঁজিয়া পাইতে পারে । তালাক যদি মুলতঃ অশান্তির হইতো, তাহা হইলে রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ কখনই তালাক বিধান রাখিতেন না ।

বিদ্যুত মানুষের উপকারের জন্য কিন্তু অসাবধান হইলে ক্ষতির কারণ হইয়া যাইবে । ইসলামের প্রতিটা বিধান হইল মানুষের উপকারের জন্য । কিন্তু অসাবধান হইলে ক্ষতির কারন হইয়া যাইবে । নামাজ হইল ইসলামের একটি মৌলিক বিধান । নামাজের মধ্যে রহিয়াছে শান্তি ও কল্যান। কিন্তু বিনা অজুতে নামাজ পড়া হারাম ও বিরাট ক্ষতির কারন । অনুরূপ তালাকের মধ্যে উপকার রহিয়াছে কিন্তু অসাবধান হইলে ক্ষতির কারন হইয়া যাইবে ।

যে সম্প্রদায়ের মধ্যে তালাকের ব্যবস্থা নাই সে সম্প্রদায় মনে মনে মর্মাহত । নিকাহ বা বিবাহের নাম বিচ্ছেদ নয়, বরং বন্ধন । নর ও নারী স্বামী ও স্ত্রীরূপে সারা জীবন শান্তির সঙ্গে সংসার জীবনে থাকিবার জন্য বিবাহ হইল একটি বড় বন্ধন । কিন্তু এই বন্ধনের মধ্যে চলিয়া আসিবার পরে যদি কোন জরুরী কারন বশতঃ উভয়ের মধ্যে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া থাকে এবং এই বন্ধন খুলিয়া ফেলা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বিচ্ছেদ করা হইবে জরুরী । এই বিচ্ছেদের মাধ্যম হইল তালাক । যাহাদের কাছে তালাক বা বিচ্ছেদ বলিয়া কিছুই নাই তাহারা নিরুপায় হইয়া নিজেদের জীবনকে কখনো বিস খাইয়া বিসর্জন দিয়া থাকে, আবার কখনো গলায় দড়ি দিয়া, আবার কখনো গায়ে আগুন লাগাইয়া জীবন দিয়া থাকে । এই রকম ক্ষেত্রে ইসলাম তালাকের ব্যবস্থা করিয়া স্বামী ও স্ত্রীকে বড় বিপদ থেকে বাঁচাইয়া দিয়াছে ।

ইসলাম তালাকের ব্যবস্থা করিবার সাথে সাথে তালাকের প্রয়োগ পদ্ধতি বলিয়া দিয়াছে । এই পদ্ধতি

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

পরিবর্তন করা পাপের কাজ । পদ্ধতি হইল এইরূপ যে, স্ত্রীর পবিত্র অবস্থায় এক তালাক দিবে । আবার মাসিক হইবার পর পূনরায় পবিত্র হইলে দ্বিতীয় তালাক দিবে । আবার মাসিক হইবার পর পবিত্র হইলে তৃতীয় তালাক দিবে ।এই প্রকার তিন তালাক দিলে তালাক দাতা তালাক দিয়াও সাওয়াব পাইয়া থাকে ।

স্ত্রীর পবিত্র অবস্থায় তালাক দিতে এইজন্য বলা হইয়াছে যে, স্ত্রীর পবিত্র অবস্থায় স্বামী তাহার খুব কাছাকাছি হইয়া যাইতে পারিবে । ইহাতে অনেক সময় ঝগড়া ও মন কষাকষি দুর হইয়া যাইতে পারে । ফলে তালাক দেওয়ার প্রয়োজন থাকিবে না।আর যেহেতু মাসিকের অবস্থায় স্বামী ও স্ত্রী দৈহিক দিয়া দিয়া একেবারে কাছা কাছি হইতে পারে না । ফলে উভয়ের মধ্যে মন কষাকষি থাকিয়া যায়। এই সময়ে বিচ্ছেদ হইয়া যাইবার বেশি সম্ভবনা থাকিয়া যায় ।

এক তালাক দেওয়ার কথা এইজন্য বলা হইয়াছে যে, ইহার পর স্বামী ভুল বুঝিয়া নিয়া তালাক দেওয়া থেকে বিরত থাকিতে পারে ।অথবা স্ত্রী নিজের ভুল বুঝিয়া নিয়া স্বামীর কাছে ক্ষমা চাহিতে পারে । ফলে স্বামী দ্বিতীয় তালাক দেওয়া থেকে বিরত থাকিতে পারে । আর যদি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কোন মিল ও মুহাব্বাত না হইয়া থাকে এবং উভয়ে নিজ নিজ জিদের উপরে অটল থাকিয়া যায় এবং স্বামী তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল.হইয়া যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় মাসে স্ত্রীর মাসিকের পরে পবিত্র অবস্থায় আরো এক তালাক দিয়া দিবে ।এইবার দুই তালাক হইয়া গেল । আশা করা যায় যে, স্বামী ও স্ত্রী নিজেদের ভুল বুঝিয়া নিয়া একে অন্যকে মানিয়া নিবে ।আর তৃতীয় তালাক দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না ।

আর যদি দ্বিতীয় তালাকের পরেও কেহ কাহারো মানিয়া নেওয়ার জন্য প্রস্তুত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তৃতীয় তালাক দিয়া একে অন্যের প্রাপ্য প্রদান করতঃ নিজ নিজ শান্তির পথ খুজিয়া নিবে । ইহা হইল তালাক দেওয়ার সঠিক পদ্ধতি । এই প্রকার তালাক প্রদানে স্বামী তালাক দিয়াও সাওয়াবের অধিকারী হইয়া থাকে ।কারন, সে স্ত্রীকে বহু সুযোগ দিয়াছে ।

এখন প্রশ্নো হইল যে, এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তাহা কার্যকরি হইবে কিনা ? এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তালাক দাতা গোনাহগার হইয়া যাইবে । কিন্তু তালাক কার্যকরি হইবে । স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হইয়া যাইবে । ইহাতে ইসলামের চার ইমাম একমত । কোন ইমাম এই তালাককে অগ্রাহ্য করেন নাই । কেবল ওহাবী সম্প্রদায় তথা কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায় এক সঙ্গে তিন তালাক কে তিন তালাক বলিয়া মানিয়া থাকেনা । এই সম্প্রদায় আসলে গোমরাহ ।

এক সঙ্গে তিন তালাক প্রদানকারী এইজন্য গোনাহগার হইয়া যাইবে যে, সে প্রথমতঃ আল্লাহর প্রদান করা পদ্ধতিকে প্রত্যাখান করিয়াছে ।দ্বিতীয় হইল যে, সে স্ত্রীকে সাবধান হইবার সুযোগ দেয় নাই । তৃতীয় হইল যে, সে এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়া নিজে বুঝিবার সুযোগ হারাইয়া ফেলিয়াছে ।

এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তালাক দাতা গোনাগার হইবে কিন্তু তালাক হইয়া যাইবে । কারন, আয়াত পাকে এই নিয়ম বিরোধী তালাক দাতাকে যালেম বলা হইয়াছে। তালাক না হইলে যালেম বলা হইত না ।আল্লাহ তায়ালা তালাকের বিধান বলিবার পরে ঘোষনা করিয়াছেন —

"ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظلمون"

আর যাহারা আল্লাহর সীমা সমূহ লংঘন করিয়া থাকে তাহারাই হইল যালেম ।(সুরা বাকারা)

তালাক এমন একটি জিনিষ যাহা কখনো বাতিল হইয়া থাকে না ।চাই মহিলার মাসিকের অবস্থায় দিয়া থাক অথবা পেটে বাচ্চা থাকা অবস্থায় দিয়া থাক অথবা এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়া থাক অথবা রাগ করিয়া দিয়া থাক অথবা মজাক করিয়া দিয়া থাক ; সর্ব অবস্থায় তালাক হইয়া যাইবে। হাদীস পাকে বর্নিত হইয়াছে —

"ان رسول الله ﷺ قال ثلاثة جدهن وجدوهزلهن جد الطلاق

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

والنكاح والرجعة"

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, তিনটি জিনিষ সর্ব অবস্থায় কার্যকরি হইয়া থাকে - তালাক, নিকাহ ও রাজয়াত । (মোসনাদে ইমাম আ'যম তালাক অধ্যায়)

এক সঙ্গে তিন তালাক কে 'তালাকুল বিদয়াত' বলা হইয়া থাকে । এই তালাক দাতা গোনগার কিন্তু তালাক পড়িয়া যাইবে । যেমন ফিকহের কিতাব গুলিতে বলা হইয়াছে -

"وطلاق البدعة ان يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة اوثلاثافى طهرواحدفاذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا"

'তলাকুল বিদয়াত' বলা হয় এক সঙ্গে তিন তালাক দেওয়া অথবা একই পবিত্রাবস্থায় তিন তালাক দেওয়া । যখন এইরূপ তালাক দিবে তখন তালাক হইয়া যাইবে কিন্তু তালাক দাতা গোনগার হইবে । (কুদুরী)

এখন আমি আপনাদের পরামর্শ প্রদান করিতেছি যে, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে । এখন উভয়কে অটল থাকিতে হইবে । যখন আপনি তিন তালাক দিয়া দিয়াছেন তখন আর তাহাকে কোন চাপের মুখে পড়িয়া নেওয়ার কথা ভাবিতে যাইবেন না । আর আমি আপনাকে বলিবো যে, যখন আপনার স্বামী আপনাকে তিন তালাক দিয়া দিয়াছে, তখন আর কাহারো কথায় কান দিয়া স্বামীর সংসারে যাইবার চেষ্টা করিবেন না । হারাম হইবে হারাম হইবে । যখন আপনার স্বামী আপনাকে তিন তালাক দিয়াই দিয়াছে তখন শরীয়াতের দিক দিয়া আপনার রাস্তা বন্ধ হইয়া গিয়াছে । এখন সরকারী সাহায্য নিয়া কিংবা সামাজিক সাহায্য নিয়া কিংবা কোন মহিলা সমিতির সাহায্য নিয়া স্বামীর সংসারে প্রবেশ করা হইবে জাহান্নামে প্রবেশ করা । তালাক সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে আমার লেখা 'ইসলামে তালাক বিধান' পাঠ করিবেন ।

আহারে, রাখি বন্ধন!

এবৎসর 'রাখি বন্ধন' এর খুব ধুমধাম । মাকতাব মাদ্রাসার আলেম ও তালিবুল ইল্ম থেকে আরম্ভ করিয়া মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিন পর্যন্ত সবাই বহির হইয়া পড়িয়াছে রাখি বন্ধন করিতে । আরো দেখা গিয়াছে কলম পত্রিকার ছবিতে রাখি বন্ধনে মুসলিম মহিলারা গাল খুব ফাঁক করিয়া অমুসলিম পুরুষদের হাতে মিষ্টি খাইতেছে । বাহঃ রাখি বন্ধন হইয়া গেল! আর কোন ঝামেলা থাকিবে না । মানুষ যতক্ষন পর্যন্ত সংবিধান মানিয়া চলিবার মানসিকতা তৈরি না করিবে ততোক্ষন পর্যন্ত এই কৃত্রিম রাখি বন্ধনে কোন কাজ হইবে না । রাখি বন্ধন তো হইল সাময়িক একটি খেলা মাত্র । কিছু মানুষ মনে করিতেছে যে, রাখি বন্ধন করিলে মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে আর কোন বিবাদ থাকিবে না । কিন্তু ইহা হইল একটি ভুল ধারনা ।

উগ্রবাদী অমুসলিমদের হাতে যখন বাবরী মসজিদ শহিদ হইয়া গিয়াছিল, সেই সময়ে এস ইউ সি পার্টির লোকেরা শিবদাস ঘোষের একটি ভাষনকে বিজ্ঞাপন করতঃ খুব প্রচার করিয়া ছিল । এই বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল, হিন্দু মুসলিমের মধ্যে সম্প্রাদায়িক দাঙ্গা দুর করিতে হইলে হিন্দু ছেলেদের সহিত মুসলিম মেয়েদের ব্যাপক ভাবে বিয়ে দিতে হইবে । অনুরূপ মুসলিম ছেলেদের সহিত হিন্দু মেয়েদের ব্যাপক ভাবে বিয়ে দিতে হইবে । তাহা হইলে কেহ কাহারো মসজিদ মন্দিরে আক্রমন করিবে না। এইবার আপনারা ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখুন ! কোনটিতে বেশি কাজ হইবে । রবীন্দ্রনাথের রাখি বন্ধনে, না শিবদাস ঘোষের বিবাহ বন্ধনে ! আসলে উদার মানসিকতা না থাকিলে কোন বন্ধনে কাজ হইবে না । মুসলমান যতই রঙ মাখিয়া হুলি খেলা করুক না কেন, এই মূহুর্থে কোন কাজ হইবে না ।

শুধু প্রান বাঁচাইবার তাগিদে একাংশ আলেম ও

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

তালিবুল ইল্মের দল সাধারন মানুষের থেকে কিছু কাজে বহুগুনে আগে বাড়িয়া গিয়াছে। যেমন স্বাধীনতা দিবসে দেখা গিয়াছে তাহারা রীতি মত বেদী তৈরি করতঃ কেবল পতাকা উত্তলন করে নাই, বরং নিজেদের পোষাক করিয়াছে তেরঙ্গা, মাথার টুপি ও পাগড়ীটিও করিয়াছে তেরঙ্গা। কেবল তাই নয় বরং নিজেদের খাদ্যের প্লেটগুলি সাজাইয়াছে তেরঙ্গা। যাহারা ইসলাম ও মুসলিম শব্দগুলি শুনিতে রাজী নয়, তাহারা কি টুপি পাগড়ী ও পোষাকের রঙ দেখিয়া ভুলিয়া যাইবে ? কখনোই নয়। তবে কেন অকারন ইসলামকে রঙ মাখাইতে যাইতেছেন ? কেন নিজেরা গোমরাহ হইয়া গোমরাহীর পথ পরিস্কার করিতেছেন ? পতাকার স্থানে পতাকা রাখিয়া স্বাধীনতা পালন করাইতো ভাল ছিল। পতাকার রঙ, টুপি, পাগড়ী ও পোষাকের উপরে আনিবার কি প্রয়োজন ! খাদ্যের প্লেটের উপরে পতাকার রঙ তুলিবার কি প্রয়োজন ! স্বাদীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত তো ইহার দৃষ্টান্ত নাই। আপনারা একটি নতুন নজীর সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ! ইসলামকে সামনে রাখিয়া নিয়মের মধ্যে চলিবার চেষ্টা করুন, তাহা হইলে যথা সময়ে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য পাইবেন। অন্যথায় কেবল প্রান হারাইবেন না, বরং ঈমানও হারাইবেন। ইয়া রাব্বাল আ'লামীন আল্লাহ ! আমাদের বুঝিবার বোধ দাও।

ইহার পরে কুফরী হাওয়া চলিবে

বর্তমানে একটি বহুত বড় গোমরাহী হাওয়া চলিতেছে। অবশ্য এই হাওয়াতে কোন গাছের পাতা নড়িয়া থাকে না কিন্তু এই হাওয়াতে নড়িয়া গিয়াছে মুসলিম সমাজের অধিকাংশ তরুন যুবকের দল। এই গোমরাহী হাওয়ার বেগ এতই প্রবল যে, খুব সম্ভব পুরা মুসলিম সমাজ মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া যাইবে। আজ যাহারা এই গোমরাহী হাওয়া থেকে নিজেকে ঠিক বাঁচাইতে পারিতেছে না, কাল তাহারা কুফরী হাওয়া থেকে বাঁচিতে পারিবে না।

এইবার শুনুন, গোমরাহী হাওয়া কি ! ইহা হইল মাথার কেশ কাটাইবার এক অসভ্য ফ্যাশান। তরুন ও যুবকদের চাঁদের মত মুখগুলি নিজেরা বিশ্রী করিয়া ফেলিয়াছে চুল কাটার নতুন ফ্যাশানে। ধীরে ধীরে এই অসভ্যতা সমাজের সর্বত্রে পৌছিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। আপনি কখনই এই অসভ্যতাকে মা'মুলী মনে করিবেন না। চরম ভুল হইবে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের একটি পবিত্র সুন্নাত শতকে একজন তরুন যুবককে সহজে মানাতে পারা যায় না। কিন্তু আজ বিনা চেষ্টায় ও বিনা মেহনতে সমস্ত তরুন যুবক মানিয়া নিয়াছে কোন এক গোমরাহ অথবা কোন এক কাফেরের কাজকে। কেবল একজনকে দেখিয়া আজ তরুন যুবকের দল কম্পিডিশান শুরু করিয়া দিয়াছে অসভ্যতায় ও নোংরামীতে কে কতো আগে বাড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু বড় আশ্চার্যের বিষয় যে, আজ মুসলিম সমাজ এই অসভ্যতা ও নোংরামীকে খুশি মনে মানিয়া লইতেছে। কেহ কোন প্রকার প্রতিবাদ করিতেছেনা। পুত্র পাগল হইয়া গেলে মাতা পিতা পেরেশান হইয়া যায়। শেষ পর্যন্ত পাগলা গারদে ভরিয়া দিয়া থাকে। আজ সেই মাথা পিতার সম্মুখে পুত্র বেপরওয়া পাগলের মত হইয়া প্রকাশ্যে চলাফেরা করিতেছে। কিন্তু মাতা পিতা একবার প্রশ্ন করিতেছেনা যে, তোমার এই অসভ্যতার কারন কি ? বরং নিজেরা ছোট ছোট বাচ্চা গুলিকেও অসভ্য বানাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। কিছু দিন আগেতো অবস্থা এইরূপ ছিল যে, যদি ভুলবশতঃ নাপিতের কাঁচি কোন প্রকার একটু দাগ করিয়া ফেলিত, তাহা হইলে সে ইহার কৈফিয়াত দিতে হয়রান হইয়া যাইতো। আজ সম্পুর্ন ইহার বিপরীত। হায় ! কেহ ইহার কারন খুঁজিতে চাহিতেছে না। সবাই ইহাদিগকে আদরের বাঁদর মনে করিয়া মানিয়া লইতেছে। তবে কি এখন খারাপের নাম ভাল হইয়া গিয়াছে ? অসভ্যতা কি সভ্যতা হইয়া গিয়াছে?

জানিয়া রাখিবেন ইহা হইল এক ভয়াবহ সংকেত।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

গোমরাহীর শেষ পর্যায়ের নাম হইল কুফরী। আজ যেমন এই গোমরাহী মুসলিম সমাজের কোনায় কোনায় পৌছিয়া গিয়াছে, কাল তেমন কুফরী কোনায় কোনায় পৌছিয়া যাইবে। হইতে পারে যে, একদিন মুসলিম তরুন যুবকের দল কোন নায়কের নকল করতঃ খালি গায়ে পৈতা পরিয়া প্রকাশ্যে পিতা মাতার সামনে ঘুরিয়া বেড়াইবে। এই বেপরওয়া পুত্রকে পিতা মাতার বলিবার কিছুই থাকিবে না। বরং হয়তো নিজেরাই বাচ্চাদের গলায় পৈতা পরাইয়া দিবে।

কাহারো কপালে কাফের কিংবা মুমিন বলিয়া স্টিকার লাগানো থাকে না যে, তাহা দেখিয়া চেনা যাইবে। ঈমান ও কুফরী হইল এক বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের নাম। আর এই বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের স্থান হইল অন্তরের অন্তস্থল। কিন্তু এই ঈমান ও কুফরীর কিছু নিদর্শন বাহিরে অবশ্যই থাকিবে। বাহিরের এই নিদর্শন গুলি দেখিয়া মোমিন ও কাফেরের পরিচয় পাওয়া যায়। এই জন্য বাহ্যিক দিকটিও সঠিক রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কারন, শরীয়াতে পাক সব সময়ে বাহির দেখিয়া থাকে। এইজন্য ইসলামের নজরে টুপি, দাড়ি, পাগড়ী ইত্যাদির গুরুত্ব কম নয়। ইসলামি পোষাকের গুরুত্ব রহিয়াছে। আজ আমাদের তরুন যুবকের দল এই সমস্ত জিনিষ থেকে একেবারে উদাসিন! আবার অন্য দিকে কাফের মোশরেকদের অনুকরন ও অনুসরন! লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আলেম উলামাদের উচিত, তরুন ও যুবকদের উপদেশ দেওয়া যে, তোমাদের এই কেশ কাটিবার ফ্যাশনটি পুরাপুরি ইসলাম বিরোধী কাজ। ইহা ত্যাগ না করিলে মুসলিম সমাজ সার্বিক ভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হইবে। মুসলিম তরুন যুবকদের উচিত যে, তাহারা অবিলম্বে তওবা করতঃ অসভ্য ফ্যাশনের কেশ কাটা বন্ধ করিয়া দিবে; আল হামদু লিল্লাহ! বহু তরুন যুবক আমার নিকট অনুতপ্ত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে কোন দিন এইপ্রকার কেশ কাটিবেনা বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা প্রতিশ্রুতি পালন করিবার তাওফীক প্রাদান করিয়া থাকেন।

আমার মক্কা, মদীনা ও মিসর সফর

আল্লাহ তায়ালার অশেষ দয়ায় আমি ১৯৮৩ সালে হজের কাজ আদায় করিয়াছি।

দ্বিতীয় বারে ২০১৩ সালে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওযা পাক যিয়ারত করিবার উদ্দেশ্যে মক্কা মুযাজ্জামা ও মদীনা মুনাওয়ারার সফর করিয়াছি। আর এই বৎসর ২০১৮ সালে জানুয়ারীর শেষের দিকে আবার রওজায়ে আকদাস জিয়ারত করিবার উদ্দেশ্যে সফর করিয়া ছিলাম। মক্কা ও মদীনা শরীফের সফর শেষ করতঃ ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে মিসর গিয়া ছিলাম। আমার এইবারের সফর সঙ্গী ছিল আমার কন্যা ও তাহার মাতা। এক বিশেষ কারনে আমরা এই সফরের দুনিয়াবী স্বাদ গ্রহন করিতে পারি নাই। তবে আল হামদু লিল্লাহ! রূহানী দিক দিয়া আমরা সবাই শান্তি পাইয়াছি। যখন আমরা তায়েফ শহর থেকে গ্রাম্য এলাকায় পৌছিয়াছি এবং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের শুভাগমনের স্থানগুলি দেখিয়াছি, তখন আমাদের মনের মাঝে ভাসিয়া উঠিয়া ছিল দেড় হাজার বৎসরের সেই ঐতিহাসিক অবস্থা। অর যখন মাতা হালীমার বাড়ির যৎসামান্য নিদর্শনাবলী ও হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মুবারক সীনাচাক হইবার স্থানে পৌছিয়া ছিলাম তখন সুবহানাল্লাহ! নিজেদের মনের মাঝে যাহা হইয়া ছিল তাহা হইয়া ছিল। এই প্রকারে মক্কা মুয়াজ্জামার ও মদীনা মুনাওয়ারার পবিত্র স্থানগুলি যিয়ারত করিবার সময়ে নতুন নতুন অবস্থায় পৌছিয়া ছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ।

বর্তমান সৌদী আরবের অবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক। সেখনকার আলেম ও তালিবুল ইল্মদের মধ্যে কাহারো মাযহাবী ও মারেফাতী মেজাজ নাই। সবাই ওহাবী ও ওহাবী খেয়ালের। খুব কম সংখ্যক আলেম মাযহাবী

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

অবলম্বী ও মারেফাতের চর্চা করিয়া থাকেন। অবশ্য ইহারা একবারে নীরব ও নিস্তব্ধ অবস্থায় থাকেন। আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ানের খলীফা মাওলান জিয়াউদ্দীন মাদানীর বংশ ধরের মধ্যে মা'রেফতের যথেষ্ট চর্চা রহিয়াছে। আমি মদীনা শরীফে তাহাদের দরবারে উপস্থিত হইয়া ছিলাম। এই দরবারে প্রতি সপ্তাহে জিকিরের মজলিস কায়েম হইয়া থাকে। এই মজলিস কয়েক ঘন্টা চলিয়া থাকে। হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের সুন্নী আলেম উলামা ও তালিব তুলাবা, সেই সঙ্গে সাধারন মানুষ উপস্থিত থাকেন। এই মজলিসে শরীক হইয়া খুব রুহানী তা'সীর উপলব্ধি করিয়াছি।

আর একটি শুভ সংবাদ শুনাইতেছি। সারা মদীনা শরীফে আশিটি দাওয়াতে ইসলাম এর মাকরায রহিয়াছে। সেই মারকায গুলিতে যথা নিয়মে দ্বীনী কাজ হইতেছে। এই মারকায গুলির পরিচালনায় রহিয়াছেন পাকিস্তানী উলামায়ে কিরামগন। আমি কয়েকটি মারকাযে পৌঁছিয়া প্রশ্ন করিয়াছি যে, এই ওহাবী রাজত্বের মধ্যে আপনারা আবার কেমন করিয়া এই রাজত্ব কায়েক করিতে যাইতেছেন? কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি হইয়া থাকে না? সবার নিকট থেকে একই উত্তর আসিয়াছে, আমরা যেহেতু রাজনৈতিক কোন ব্যাপারে নাক গলাইয়া থাকি না এবং আপন মনে দ্বীনী কাজ করিয়া থাকি। এই কারনে ইহারা আমাদের দিকে নজর তুলিয়া দেখিয়া থাকে না। আলহামদুলিল্লাহ! এই সমস্ত মারকাযে যথা নিয়মে মীলাদ কিয়াম ও দরুদ সালাম হইয়া থাকে।

আর ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে দশদিন ছিলাম মিসরের রাজধানী কায়রোতে। এই শহরে অবস্থিত বিশ্ব বিখ্যাত মাদ্রাসা 'জামে আজহার'। সারা বিশ্বের ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করিয়া থাকে-জামে আজহারে। পাক ভারত উপমহাদেশের শতাধিক ছেলে এখানে পড়াশোনা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে আমার ছোট.সাহেবজাদা মোহাম্মাদ উরফে আহমাদ রেজা রেজবী।

এই দেশের আলেম ও তালিবুল ইল্মেদের মধ্যে দাড়ি ও পাগড়ীর কোন গুরুত্ব নাই। বড় বড় শায়েখ বেদাড়ি ও সুট কোর্ট পরিধান করিয়া থাকে। ম্যযহাবের দিক দিয়া অধিকাংশ হইল শাফয়ী মাযহাব অবলম্বী। নওজোয়ান তরুন তরুনীদের মধ্যে চরম বেপরয়ায়ী রহিয়াছে। এতদ্ব সত্বেও তাহারা আউলিয়ায় কিরাম দিগের প্রতি খুবই ভক্তি শ্রোদ্ধা রাখিয়া থাকে। শয়ে শয়ে মাজারে হাজিরী দিয়া থাকে।

এই দেশে শত শত আউলিয়ায় কিরাম দিগের মাজার রহিয়াছে। সাহাবায় কিরাম দিগের মাজার রহিয়াছে। আম্বিয়ায় কিরাম দিগের মাজার রহিয়াছে। আল হামদুলিল্লাহ! আমি ইমাম শাফয়ী, ইমাম অকয়ী, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, ও হাফেজ ইবনো হাজার আসকানী এবং আল্লামা জালালুদ্দীন সিউতী প্রমুখ আয়েম্মায়ে দ্বীনদিগের মাজারগুলি যিয়ারত করিয়াছি। বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য হইল হজরত লোকমান হাকীম ও হজরত দানিয়াল আলাইহিস সালামের মাজার শরীফ। এই দুইটি মাজার শরীফ রহিয়াছে কায়রো থেকে প্রায় আড়াইশ তিনিশ কোলোমিটার দুরে ইস্কান্দার শহরে। আর হজরত ইমাম হুসাইন রাদী আল্লাহ আনহুর মস্তক মুবারকের মাজার রহিয়াছে জামে আজহারের পুরাতন মসজিদের কাছাকাছি হুসাইনী মসজিদের সামনে। এখনে সব সময় শত শত মানুষের ভিড় হইয়া থাকে। আমি খাস করিয়া মিশরের তিনজন বড় শায়েখ এর সহিত সাক্ষাত করিয়াছি। তন্মধ্যে দুইজন শায়েখ শাফয়ী ও একজন হানাফী। মুফতী আলী জুময়া। ইঁনি হইলেন মিশরের প্রাক্তন মুফতী আ'যম বা গ্রান্ড মুফতী। এ্যাপ্যয়ম্যান্ট ছাড়া তাঁহার সহিত সাক্ষাত সম্ভব নয়, তিনি সর্বদা জেড প্লাস নিরাপত্তায় থাকেন। আমি যেহেতু একজন বিদেশী। এইজন্য সহজে সাক্ষাতের সুযোগ পাইয়া ছিলাম আল হামদুলিল্লাহ! তিনি আমার একটি প্রশ্নের শান্তি পূর্ন জবাব দিয়াছেন।

শায়েখ মোহাম্মাদ খালিদ সাবিত। এই শায়েখের সহিত সাক্ষাত করিবার একটি ঘটনা রহিয়াছে। তাহা হইল ইহাই- আমি মিসরে পৌঁছিবার পর উড়িষার একজন মাওলানা যিনি জামে আজহারের ছাত্র, তিনি আমার হাতে একখানা কিতাব তুলিয়া দেন। কিতাবটির নাম 'ইনসাফুল ইমাম'।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

লেখক মোহাম্মাদ খলিদ সাবিত। 'ইনসাফুল ইমাম' এর পরে ছোট অক্ষরে লেখা রহিয়াছে - ফি ইনসাফে ইমামে আহলেস সুন্নাতিল আলিমির রব্বানীল মুজাদ্দিদ আশ শায়েখ আহমাদ রেজা খান আল বেরেলবী।

কিতাব খানা মোটামুটি ভাবে পাঠ করিয়া আশ্চর্য হইয়াছি যে, একজন মিসরীয় আলেম কি ভাবে এই কিতাব লিখিয়াছেন। আশরাফ আলী থানুবী থেকে আরম্ভ করিয়া দেওবন্দী আলেমদের সেই কুফরী কথা গুলি হুবাহু নকল করতঃ বিস্তারিত বিবরনের পর লিখিয়াছেন যে, ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী দেওবন্দী আলেমদের উপরে অন্যায় করিয়া ফতওয়া দিয়া ছিলেন না, বরং তাঁহার ফতওয়া দেওয়া হইয়াছে ইনসাফ। কিতাব খানা পাঠ করিবার পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের প্রেরনা পয়দা হইয়া যায়। এমক কি তাঁহার পায়ে কদমবুসি করিবার কথা কয়েক জন আলেদের সামনে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া ছিলাম। শেষ পর্যন্ত যখন তাহার বাড়িতে উপস্থিত হইয়া গেলাম এবং প্রথম সাক্ষাতে হঠাৎ করিয়া মুসাফার পরে তাহার কদমবুসি করিয়া ফেলিয়াছি। ইহাতে তিনি আশ্চর্য হইয়া পড়িয়াছেন। আমি জুতা খুলিবার সাথে সাথে আমার জুতা হাতে করিয়া নিয়াছেন। আমার সঙ্গী আলেমগন তাঁহার হাত থেকে জুতা নেওয়ার জন্য খুবই চেষ্টা করিবার পরেও জুতা নিতে পারেন নাই। শেষ পর্যন্ত তিনি আমার জুতা ঘরের মধ্যে একটি উঁচু স্থানে রাখিয়া দিয়াছেন যাহাতে আমার সঙ্গীদের মধ্যে কেহ নিতে না পারিয়া থাকে। বিভিন্ন প্রসঙ্গে দীর্ঘক্ষন আলোচনা হইয়াছে। অতঃপর তিনি 'ইনসাফুল ইমাম' লিখিবার কারন, বর্ননা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, আমি তাবলীগ জামায়াতের মাধ্যমে ছয়বার ইন্ডিয়াতে গিয়াছি কিন্তু একবার বেরেলীতে যাইবার সৌভাগ্য হয় নাই। পাকিস্তানের জনৈক মাওলানা আমাকে ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানাইয়াছেন এবং সেই সঙ্গে দেওবন্দী আলেমদের কুফরী আকীদাহ গুলি সম্পর্কে জানাইয়াছেন। আমি নিজে বহু যাঁচাই করিবার পরে 'ইনসাফুল ইমাম' কিতাব খানা লিখিয়াছি।

অতঃপর যখন তাহার বাড়ি থেকে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, তখন তিনি আমার জুতা ঘরের ভিতর থেকে হাতে নিয়া বাড়ির বাহির পর্যন্ত আসিয়া জোরপূর্বক আমার পায়ে পরাইয়া দিয়াছেন।

শায়েখ মাহমুদ শরীফ। ইনি একজন বড় আলেম। হানাফী মাযহাব অবলম্বী। শরীফ সাহেবের সহিত সাক্ষাত করতঃ খুবই শান্তি লাভ করিয়াছি। মনে হইতে ছিল তিনি যেন ভারত পাকিস্থানের কোন সুন্নী আলেম। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নূর হওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি এক কথায় উত্তর দিয়াছেন যে, আমরা মিসরীয় আলেমগন তাঁহাকে নূর বলিয়া মানিয়া থাকি। এই বিষয়ে আমাদের কোন মতভেদ নাই।

—ঃ একটি আবেদন ঃ—

সুন্নী ভাইগন! সুন্নীয়াতের খাতিরে আমার সমস্ত কিতাবের একটি সেট সংগ্রহ করুন। অথবা আমার লেখা তাফসীর ও হাদীসের কিতাবগুলি যাকাত ও ফিৎরা ইত্যাদির পয়সা দিয়া সংগ্রহ করতঃ মানুষের হাতে তুলিয়া দিন। বিক্রেতাদের জন্য বিশেষ ছাড় থাকিবে।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

আমি মুর্শিদহারা হইয়াছি

আমার মনের মাঝে অটল সিদ্ধান্ত ছিল যে, তাজুশ্ শরীয়াহ আল্লামা আখতার রেজা খান আজহারী ও শাইখুল ইসলাম মোহাম্মাদ মাদানী; এই দুজনের মধ্যে যাহার সহিত প্রথমে সাক্ষাত হইবে তাঁহার নিকটে বায়েত গ্রহন করিব। সাল মনে নাই। আনুমানিক প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে ঝীরভুমের দুবরাজপুর ইসলামপুরে প্রথম সাক্ষাত হইয়া যায় মাদানী মিয়া মাদ্দা জিল্লার সহিত। কিন্তু কারন বশতঃ আমার বায়েত হওয়া হইল না। তবে তাঁহার প্রতি আমার ধারনায় সুচাগ্র 'কিন্তু' ছিল না। কিন্তু লওহে মাহফুজের লিখন তো পরিবর্তন হইয়া থাকে না। আসলে আমার মুর্শিদ হইবেন আখতার রেজা খান আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান। ইহা হইল লওহে মাহফুজের অমুছনীয় লিখন।

আমার সামনে চলিয়া অসিল ১৯৯৪ সাল। আর কাল বিলম্ব না করিয়া সঙ্গে আমার বড় সাহেবজাদা মোহাম্মাদ উরফে ইমরান উদ্দীন কে নিয়া উরসে রেজবীর উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম বেরেলী শরীফ। মনের স্বাধ ছিল খুব কাছাকাছি থাকিয়া হজরতের হাতে হাত দিয়া দিব। তাই তাঁহার খাস হুজরা শরীফের মধ্যে বসিয়া গিয়া ছিলাম। প্রায় দুই ঘন্টা পর জানিতে পারিলাম যে, হুজরাতে হজরত আজহারী মিয়ার আগমন হইবে, তখন তিনি মসজিদ থেকে আসিতেছেন। হুজরা থেকে মসজিদ মাত্র এক মিনিটের পথ কিন্তু হুজুরাতে প্রবেশ করিতে সময় লাগিয়া গেল প্রায় এক ঘন্টা। জগৎ জানে যে, তিনি যেখানে থাকেন, তাঁহার অবস্থা হইয়া থাকে অন্ধকার রাতে হ্যালোজীনের মতো আর মানুষের অবস্থা হইয়া থাকে পতঙ্গের ন্যায় পাগলের মতো। কোন প্রকারে তিনি আমাদের ঘরে প্রবেশ করিলেও শান্তির সঙ্গে বসিবার স্থানটুকু পাইয়া ছিলেন না। হঠাৎ অন্ধকার ঘরে লাইট জ্বালিয়া উঠিলে যেমন ভিতরের পোকাগুলি লাইটের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং বাহিরের পোকাগুলি ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য মাথা ঠুকিয়া থাকে, তেমনই আরম্ভ হইয়া গেল হুড়াহুড়ি। হজরতের মধ্যে এক অস্বাভাবিক জালাল চলিয়া আসিল। দাঁত খিঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন, ইহার নাম সুন্নীয়াত ! খালি চুমা চ্যাপটা ! কাহারো কোন মসলা জানিবার প্রয়োজন নাই ? এই বলিয়া তিনি বায়েত শুরু করিয়া দিলেন। আল হামদুলিল্লাহ ! আজ পাইয়া গেলাম পিতাপুত্র পীরের মতো পীর, মুর্শিদের মতো মুর্শিদ।

বায়েত করা শেষ হইবার সাথে সাথে নিজ বাস ভবনের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। মাত্র দশ কদম ফেলিলেই প্রবেশ পথ পাইয়া যাইবেন কিন্তু জনস্রোত ঠেলিয়া দশ মিনিটেও দরওয়াজার নিকট পৌঁছিতে পারেন নাই। আমরা সবার পিছনে পড়িয়া গেলাম। আমাদের সমস্ত আশা নৈরাশা হইয়া গেল যে, তাঁহার পবিত্র হাতে হাত মিলানো আর সম্ভব হইবে না। যখন তিনি খুব টানা হিঁচড়ার মধ্যে এক পা গেটের ভিতরে ফেলিয়া দিয়া বাড়ির দিকে মুখ করিয়াছেন তখন আমার মুখদিয়া উচ্চ স্বরে বাহির হইয়াছে - হুজুর ! এই বাচ্চা পশ্চিম বাংলা থেকে আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করিতে আসিয়াছে। হাজার বার সুবহানাল্লাহ! এই আওয়াজ শুনিবার সাথে সাথে যেন আমাদের দিকে সুর্যের মুখ ঘুরিয়া গেল। নিমেশে আমাদের নৈরাশা আশায় পরিবর্তন হইয়া গেল। খুব শীঘ্র দশটাকা বাহির করতঃ আমার ছেলের হাতে দিয়া হুড়াহুড়ীর ভিতর দিয়া কোন প্রকারে পৌঁছিয়া গেলাম হুজুরের সামনে। যেমন দশটি টাকা দেওয়ার জন্য হাত উঁচু করিয়াছে তখন হুজুর তাহার হাত ধরিয়া নিয়া বলিয়াছেন- বাচ্চার হাত থেকে টাকা নেওয়া জায়েজ নয়। অতঃপর তাহার মাথায় হাত রাখিয়া দোয়া করিয়া দিয়া বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। আলো অফ তো পোকা গায়েব। তবে ইমরানের জুতা জোড়া পাওয়া গেল না। বাজারে গিয়া দোকান থেকে একজোড়া চপ্পল নিয়া দাম জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর আসিল দশটাকা। সঙ্গে সঙ্গে আমার ছেলে আমার মুখের দিকে তাকাইয়াছে যে, হুজুর যে দশটাকা নিলেন না সেই টাকায় জুতা হইয়া গেল। আল্লাহু আকবার কাবীরান।

এক নজরে জন্ম থেকে মৃত্যু

তাজুশ্ শরীয়াহ আল্লামা আখতার রেজা খান ১৯৪৩ সালে ২৩ শে ফেব্রুয়ারী জন্ম গ্রহন করিয়া ছিলেন। মোহাম্মাদ নামে আকীকাহ হইয়া ছিল এবং নাম রাখা হইয়া ছিল ইসমাঈল রেজা। অবশ্য আখতার রেজা নামে ছিলেন

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

প্রসিদ্ধ।

১৯৪৬ সালে যখন তাহার বয়স হইয়া ছিল চার বৎসর চার মাস চার দিন তখন তাঁহার বিস মিল্লাহ খানী হইয়া ছিল। এই বিস মিল্লাহ খানী করাইয়া ছিলেন হুজুর মুফতী আ'যম হিন্দ। তিনি তাঁহার মাতার নিকট থেকে কোরয়ান পাক পড়িয়া ছিলেন এবং প্রাথমিক পর্যায়ের উর্দু ও ফারসী কিতাব গুলি পড়িয়া ছিলেন হুজুর মুফতী আ'যম হিন্দের নিকট থেকে।

১৯৫২ সালে ইন্টার কলেজে ভর্তি হইয়া শিক্ষালাভ করিয়া ছিলেন।

১৯৫৬ সালে মীজান, মুনশাইব ও নুহমীর থেকে পড়া আরম্ভ করিয়া ছিলেন দারসে নিজামী অনুযায়ী মাদ্রাসা মানযারে ইসলামে। এই মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপনে ছিলেন ইমাম আহমাদ খান আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান।

১৯৬২ সালে ১৫ ই জানুয়ারী মাদ্রাসা মানজারে ইসলামে তাঁহার মস্তকে পাগড়ী পরানো হইয়া ছিল। আর তাজদারে আহলে সুন্নাত মুফতী আ'যম হিন্দ এই অনুষ্ঠানে বহু সংখ্যক আলেম উলামা ও তালিব তুলাবাদের উপস্থিতিতে হুজুর তাজুশ্ শরিয়ার হাতকে নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়া সমস্ত সিলসিলার ইজাজত ও খেলাফাত প্রদান করিয়া ছিলেন।

১৯৬৩ সালে তাজুশ্ শরীয়াহ উচ্ছ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে মিসর গমন করতঃ সেখানে জামে আযহারে ভর্তি হইয়া যান।

১৯৬৪ সালে প্রথম পোজিশান হাসেল করতঃ মিসরের প্রধান মুন্ত্রী আব্দুর নাসেরের হাত দিয়া এ্যাওয়াড প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।

১৯৬৬ সালে ১৭ ই নভেম্বর তাজুশ্ শারীয়াহ জামে আজহারের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বেরেলী শরীফে শুভাগমন করিয়া ছিলেন। খুব স্বসম্মানে তাঁহার এই শুভগমন হইয়া ছিল। এই বৎসরেই তিনি নিকাহ, তালাক ও মীরাস সম্পর্কে একাধিক প্রশ্নের জবাব লিখিয়া সাইয়েদ আফজাল হুসাইন মুঙ্গেরী ও মুফতী আ'যম হিন্দকে দেখাইয়া ছিলেন।

১৯৬৭ সালে তাজুশ্ শরীয়াহ মানজারে ইসলামের উস্তাদ ও মুফতী হইয়া ছিলেন।

১৯৬৮ সালে নভেম্বর মাসের তিন তারিখে হজরত মাওলানা হাকীম হাসানাঈন রেজার খান সাহেবের সাহেবজাদীর সহিত তাজুশ্ শরীয়ার বিবাহ হইয়া ছিল।

১৯৭০ সালে তাঁহার ঘরে এক মাত্র পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহন করিয়া থাকে। এই পুত্রের নাম রাখা হইয়া ছিল মোহাম্মাদ মুনাউওয়ার রেজা হামিদ এবং চলতি নাম রাখা হইয়া ছিল আসজাদ রেজা।

১৯৭৮ সালে তাজুশ্ শরীয়াহ মাদ্রাসা মানজারে ইসলামে সদরুল মুদারিসীন হইয়া ছিলেন এবং ১৯৮২ সালে তিনি মারকাযী দারুল ইফতা কায়েম করিয়া ছিলেন।

১৯৮৩ সালে তাজুশ্ শরীয়াহ প্রথম হজ ও জিয়ারতের উদ্দেশ্যে হিজাজ মুকাদ্দাসে রওনা হইয়া ছিলেন। আর এই বৎসর থেকে তিনি 'সুন্নী দুনিয়া' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া ছিলেন।

১৯৮৬ সালে তাজুশ্ শরীয়াহ তৃতীয় হজের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা ও মদীনার মুসাফির হইয়া ছিলেন। কিন্তু সেখানে অভিশপ্ত ওহাবী সরকার বিনা কারনে তাঁহার সহিত দুর্ব্যবহার করিয়া ছিল এবং তাঁহাকে মদীনা শরীফে না পৌছাইয়া মক্কা মুকার্রমা থাকে হিন্দুস্তান পাঠাইয়া দিয়া ছিল।

১৯৯৮ সালে তাজুশ্ শরীয়া বেরেলী শরীফে 'মারকাযুদ্ দিরাসাতুল ইসলামিয়া জামিয়াতু রেজা' প্রতিষ্ঠা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া ছিলেন এবং বেরেলী শহর থেকে কিছু দুরে মথুরাপুর নামক স্থানে মেন রোডের ধারে চল্লিশ বিঘা জমিন ক্রয় করতঃ ২০০০ সালে ভিত্তি স্থাপন করিয়া ছিলেন। আজ এই প্রতিষ্ঠানের আকার বৃহৎ হইয়া গিয়াছে।

২০০৪ সালে শরয়ী কাউলন্সিল অফ ইন্ডিয়ার প্রথম দুই দিনের ফিকহার উপরে সেমিনার করিয়া ছিলেন।

২০০৯ সালে ৫ ই মে তাজুশ্ শরিয়াহকে জামে আজহার থেকে 'ফখরে আজহার' এ্যাওয়াড প্রদান করা হইয়া ছিল।

২০১৩ সালে সৌদী সরকারের আমন্ত্রনে তাজুশ্ শরীয়াহ কাবা শরীফের গোসলে অংশ নিয়া ছিলেন। তারপর কাবার ভিতরে প্রবেশ করতঃ যিয়ারত ও নামাজ আদায় ও দুয়া করিয়া ছিলেন। সুবহানাল্লাহ ! আল হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ !

২০১৮ সালে চলতি বৎসরে ১৯ শে জুলাই মাগরিবের

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

সময় মাগরিবের নামাজের জন্য তাজুশ্ শরীয়াহ অজু করিয়াছেন । ঠিক এই সময়ে রেজা মসজিদ থেকে আজানের আওয়াজ আসিয়া ছিল - আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আহবার । আজানের এই শব্দগুলির জবাব দেওয়ার পরে ইসমে আ'যম - 'আল্লাহ' বলিয়া শেষ নিঃস্বাশ ত্যাগ করিয়া ছিলেন । ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজেউন ।

বংশ পরিচয

তাজুশ্ শরীয়াহ আল্লাম আখতার রেজা খান আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান বংশ সুত্রে ছিলেন আফগানী পাঠান। পূর্ব পুরূষগন আফগানিস্থানের কান্দাহার হইতে আসিয়া ছিলেন । তাঁহার বংশীয় শাজরাহ নিম্নরূপ -

শুজায়াতে জংগ বাহাদুর সাঈদুল্লাহ খান - সায়াদাত ইয়ার খান - মাওলানা আ'যম খান - হাফিজ কাজেম আলী খান - আল্লামা রেজা আলী খান - মুফতী নাকী আলী খান - আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান - হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা হামিদ রেজা খান - মুফাসসিরে আ'যম হিন্দ আল্লাম ইবরাহীম রেজা খান - তাজুশ্ শরীয়াহ আল্লামা আখতার রেজা খান আলাইহিমুর রহমাতু অর রিদওয়ান।

আল্লাম আখতার রেজা খান ইল্মী ঘরানার মানুষ ছিলেন । তাঁহার পিতা হজরত আল্লাম ইবারাহীম রেজা খানের সম্পর্কে আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ বেজা খান বলিতেন, ইবরাহীম আমার জবান । বাস্তবে তিনি ছিলেন একজন বহুত বড় বক্তা । যখন তিনি কোরয়ান পাকের তাফসীর শুরু করিয়া দিতেন, তখন বড় বড় আলেমগন আশ্চর্য হইতেন । তিনি মুফাস্সিরে আ'যম হিন্দ নামে খ্যাতি লাভ করিয়া ছিলেন ।

দাদা ছিলেন হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লাম হামীদ রেজা খান । তিনি নামাজে তাশাহুদের অবস্থায় ইন্তেকাল করিয়া ছিলেন । পাকিস্তানের লাহরে আশরাফ আলী থানুবীর সহিত ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর বাহাসের দিন ধার্য হইয়া ছিল, তিনি তাঁহার এই পুত্র হামিদ রেজা খানকে পাঠাইয়া ছিলেন এবং বাহাস কমিটির নিকটে চিঠি করতঃ বলিয়া ছিলেন, আপনারা ইহাকে হামিদ রেজা মনে না করিয়া আহমাদ রেজা মনে করিবেন । এই মুনাজারাতে আশরাফ আলী থানুবী সাহেব উপস্থিত হইয়া ছিলেন না। হুজ্জাতুল ইসলাম হামিদ রেজা খান থানুবী সাহেবের কুফরী বাক্যের উপরে খুবই আলোক পাত করিয়া ছিলেন । ইহাতে বহু সংখ্যাক দেওবন্দী তওবা করিয়া নিয়া ছিল । পরদাদা ইমাম আহমাদ রেজা খান আলাইহির রহমাতু অর রিদয়ানের সম্পর্কে এই মুহুর্তে বেশি কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই ।

তাজুশ্ শরীয়া কেবল একজন পীর হিসাবে বিশ্ব বিখ্যাত হইয়া ছিলেন না । বরং তিনি ছিলেন শরীয়াতের দিক দিয়া সমুদ্র তুল্য আলেম । যখন কোন জটিল বিষয়ের উপরে উলামায় কিরাম সেমিনার করিতেন তখন তিনি থাকিতেন সেই সেমিনারের ফায়সাল বা জর্জ । তিনি অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতঃ ফতওয়া দিতেন এবং রায় কায়েম করিতেন । তাঁহার জীবনে কোন মসলাতে রুজু বা ফতওয়া প্রত্যাহার করিয়া নেওয়ার প্রয়োজন হইয়া ছিল না । তাঁহার জীবনের শেষের দিকে ছবি উঠাইবার ব্যাপারে একাংশ উলামায় কিরাম দিগের সহিত তাঁহার দ্বিমত হইয়া যায় । তিনি ছবি উঠাইবার বিপক্ষে ফতওয়া দিয়া ছিলেন। তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত এই ফতওয়ার উপরে অটল ছিলেন। বর্তমানে ছবির ব্যাপারটি ব্যাপক থেকে ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে । এই কারনে যদিও উলামায় কিরাম দিগের একটি বড় অংশ নাজায়েজের পক্ষে নাই কিন্তু তাহারা তাজুশ্ শরীয়াকে এই মসলাতে সম্মান দিতে কম করিয়া থাকেন না । সুন্নীদের একটি বড় জামায়াত দাওয়াতে ইসলামী। এই জামায়াত নিজেদের সমস্ত দ্বীনি প্রোগ্রাম গুলি মাদানী চ্যানেলে ও ভিডিও ক্যাসেট করতঃ সমপ্রচার করিয়া থাকে । তবুও তাহারা স্থান বিশেষে বিরত থাকেন ।

মাত্র কয়েক মাস পূর্বের কথা বলিতেছি । এই বৎসর ২০১৮ জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে আমি মক্কা ও মদীনা শরীফের যিয়ারতে গিয়া ছিলাম । মদীনা শরীফে দাওয়াতে ইসলামীর আশিটি মারকায রহিয়াছে । আমি কয়েকটি মারকাযে পৌঁছিয়া ছিলাম । ঘটনা ক্রমে দাওয়াতে ইসলামীর একজন উচ্চপর্যায়ের মুবাল্লিগ মদীনা শরীফে আসিয়া ছিলেন । তিনি পাকিস্তানী । তিনি দাওয়াতে ইসলামীর কাজ নিয়া পৃথিবীর একশ কয়েকটি দেশ ঘুরিয়াছেন । সম্ভবতঃ তাহার নাম আবুল হাসান । যাইহোক, মদীনা শরীফের এক মারকাযে তাহার একটি

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

প্রোগ্রাম হইয়া ছিল । সেই প্রোগ্রামে আমাকে দাওয়াত করা হইয়া ছিল । আল হামদুলিল্লাহ ! আমি যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া ছিলাম। এই প্রোগ্রামের কর্মসুচি আনুযায়ী ভিডিও করিবার জন্য পূর্ন প্রস্তুতি ছিল । যখন মুবাল্লিগ সাহেব জানিতে পারিলেন যে, আমি ইন্ডিয়া থেকে উপস্থিত হইয়াছি এবং আমি তাজুশ্ শরীয়ার একজন নগন্য গোলাম - খলীফা, তখন তিনি ভিডিও গ্রাফী না করিবার জন্য কঠিন ভাবে নির্দেশ দিয়া থাকেন । কেবল তাই নয়, বরং তিনি যতক্ষন পর্যন্ত ভিডিও ক্যামেরা সরাইয়া না দিয়াছেন ততক্ষন পর্যন্ত বক্তব্য আরম্ভ করেন নাই । যদিও মুবাল্লিগ সাহেব ছবির পক্ষে কিন্তু যথা সময়ে তাজুশ্ শরীয়ার ফতওয়ার সম্মান দিয়াছেন ।

এই বৎসর ফেব্রুয়ারীর প্রথম দশদিন আমি মিসরে ছিলাম । সেখানে জামে আজহারে আমার ছেলে আহমাদ রেজা পড়াশুনা করিয়া থাকে । জামে আজহারের পাঠ্যরত ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানের বহু ছেলে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া ছিল। তন্মধ্যে উড়িষ্যার একটি ছেলে আমাকে একখানা কিতাব উপহার দিয়া ছিল । কিতাবটির নাম 'ইনসাফুল ইমাম'। এখানে 'ইমাম' বলিতে ইমাম আহমাদ রেজা খান আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ানকে বলা হইয়াছে। লেখক, খালিদ সাবিত । ইঁনি একজন মিসরীয় বড় আলেম। কিতাবখনা পাঠ করতঃ আমি অতি আশ্চর্য হইয়াছি এবং তাঁহার প্রতি আমি আকৃষ্ট হইয়াপড়িয়াছি যে, এই আলেম সাহেবের সহিত অবশ্যই সাক্ষাত করিব। তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইলে তিনি এক প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, আমরা হিন্দুস্তান থেকে তাজুশ্ শরীয়াকে আনিয়া ছিলাম । তিনি আমার বাড়িতে ছিলেন । আমাদের দেশে বক্তার ছবিসহ বিজ্ঞাপন ও ব্যানার তৈরি করা হয়। যেহেতু তাজুশ্ শরীয়াহ ছবির বিরোধীতা করিয় থাকেন। এই কারনে আমরা একমাত্র তাঁহারই নাম বিনা ছবিতে প্রচার করিয়া ছিলাম ।

আমি মিসর থেকে ফিরিবার পর মাত্র কয়েক মাস পরে ১৯ শে জুলাই তাজুশ্ শরীয়াহ ইন্তেকাল করিয়াছেন। তাঁহার ইন্তেকাল হইল সত্যিকারের موت العالم موت العالم আলেমের মরন হইল আলাম বা জগতের মরন । যে আলেম এর মরনে দুনিয়া কিছুর অভাব বোধ করিয়া থাকে সেই আলেমের মরনকে বলা হইয়াছে موت العالم موت العالم 'আলেম' এর মরন হইল 'আলাম' এর মরন । হুজুর তাজুশ্ শরীয়ার ইন্তেকালে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি হইয়া গিয়া ছিল । দুনিয়ার কোনায় কোনায় খবর হইয়া গিয়াছিল । তাজুশ্ শরীয়া শরীয়াতের সূর্য হইয়া ছিলেন । আজ অস্ত চলিয়া গিয়াছেন । তাই তাঁহার জানাজায় নজীর বিহীন সমাবেশ ঘটিয়া গিয়াছিল । আল্লাহ তায়ালা তাঁহার রূহানী ফায়েজ আমাদের সবার উপরে জারি রাখিয়া থাকেন । আমীন, ইয়া রাব্বাল আ'লামীন !

(২৫ পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

করিয়া ছিল।যেমন সুরা ইউনুসের নব্বই আয়াতে বলা হইয়াছে- "حتى اذا ادركه الغرق آمنت انه لااله الاالذى آمنت به بنوا اسرائيل و انا من المسلمين "النكاح والرجعة

শেষ পর্যন্ত যখন তাহাকে সমুদ্র ধরিয়া নিয়াছে তখন সে বলিয়াছে, আমি ঈমান আনিয়াছি সেই সত্বার প্রতি যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নাই, বানু ইসরাঈলরা যাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছে এবং আমি হইলাম মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ।

ফিরয়াউনের لا اله الا الله 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ' বলা যেমন বেকার হইয়াছে তেমন তাহার মুসলমান বলিয়া ঘোষনা করা বেকার হইয়াছ। কারন, সে হজরত মূসাকে মানে নাই । তাহার জন্য ঈমানী কালেমা ছিল- لا اله الا الله موسى كليم الله 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ মুসা কালীমুল্লাহ'। এখন জরুরী ভাবে প্রমান হইল যে, আমাদের জন্য কালেমায় তাইয়েবা হইল- لا اله الا الله محمد رسول الله লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ । নিশ্চয় বইটি মুসলামান সমাজের জন্য গোমরাহীর কারন। শিশু মনের জন্য বইটি হইল বিস বৃক্ষের বীজ বপন । এই প্রকার বই থেকে নিজে বঁচুন এবং শিশু দেরও বাঁচান।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

মুলতাখান চল্লিশ হাদীস

(ধারাবাহিক)

হাদীস - ২৪

ذكر القاضى عياض فى الشفاء والعز فبى

فى مولده ان من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه كان لا

ينزل عليه الذباب ۔

নিশ্চয় হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের একটি বৈশিষ্ট হইল যে, তাঁহার দেহের উপরে মাছি বসিতো না । (শিফা শরীফ, খাসায়েসে কোবরা- ৬৮)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

মশা, মাছি থেকে আরম্ভ করিয়া জংগলের কোন জন্তু জানোয়ার কাহারো সম্মান দিয়া থাকে না ! কিন্তু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র দেহের উপরে মাছি বসিত না । কেবল তাই নয় অন্য বর্ননায় বলা হইয়াছে

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কাপড়ের উপরে কখনোই মাছি বসে নাই । (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৬৮ পৃষ্ঠা)

সুবহানাল্লাহ ! যে পবিত্র দেহে মাছি বসে নাই এবং যাহার পবিত্র কাপড়ে মাছি বসে নাই, আজ সেই পবিত্র সত্তার দিকে শত সমালোচনা শুরু করিয়া দিয়াছে মানুষ যে, কেহ বলিতেছে, তাঁহার পাপ ছিলো, কেহ বলিতেছে, তাঁহার ভুল ছিলো, কেহ বলিতেছে, তিনি আমাদের মত মানুষ ছিলেন ইত্যাদি । আল ইয়াজো বিল্লাহ !

হাদীস - ২৫

اخرج سعيد بن منصور وابن سعد و ابويعلى و

الحاكم و البيهقى و ابونعيم عن عبد الحميد بن

جعفر عن ابيه ان خالد بن الوليد فقد قلنسوة له

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

يوم اليرموک فطلبها حتی وجدها و قال اعتمر رسول اللّٰه ﷺ فحلق رأسه فابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم الی ناصیته فجعلتها فی هذه القلنسوة فلم اشهد قتالا وهی معی الا رزقت النصر۔

হজরত আব্দুল হুমাইদ ইবনো জাফর তাঁহার পিতার নিকট থেকে বর্ননা করিয়াছেন, হজরত খালেদ ইবনো অলীদ রাদী আল্লাহু আনহুর টুপী ইয়ারমুকের যুদ্ধে হারাইয়া গেলে তিনি তাহা তালাশ কিরিয়া শেষ পর্যন্ত যখন পাইয়াছেন,তখন তিনি বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম উমরা করিয়া ছিলেন । যখন তিনি তাঁহার মস্তক মুন্ডন করিয়াছেন তখন লোক তাঁহার চুল মুবারকের চারিদিকে দৌড়াইয়া পড়িয়া ছিল । আমি তাহাদের থেকে আগে গিয়া কিছু কেশ মুবারক হাসেল করতঃ এই টুপীর মধ্যের রাখিয়া ছিলাম । আমি যত যুদ্ধ করিয়াছি, সমস্ত যুদ্ধে এই টুপীর অসীলায় জয়লাভ করিয়াছি। (খাসায়েসে কোবরা ১ম, ৬৮)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কথা তো অনেক উচ্চে । তাঁহার কেশ মুবারকের প্রতি সাহাবায়ে কিরাম দিগের অসাধারন আকীদাহ ছিল যে, তাঁহার পবিত্র কেশ থেকে বহু বর্কাত হাসেল করিতেন । হজরত খালেদ ইবনো অলীদ রাদী আল্লাহু আনহু কেশ মুবারকের বাস্তব বর্কাতের কথা বলিয়া দিয়াছেন যে, আমি ইহারই অসিলায় সমস্ত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছি । হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু ইন্তেকালের সময়ে অসীয়াত করিয়া ছিলেন যে, আমি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কেশ ও নোখ মুবারক একটি বোতলে সযত্নে রাখিয়া দিয়াছি । আমার ইন্তেকালের পরে সেগুলিকে আমার সিজদার স্থানগুলিতে রাখিয়া দিবে ।

(খ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কেশ, নোখ, অজুর পানি ও তাঁহার ব্যবহৃত বস্তুগুলি থেকে বর্কাত হাসেল করা শির্ক নয়, বরং সাহাবায় কিরামদিগের সুন্নাত ।

(গ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কেশ মুবারককে অবমাননা করা কুফরী । জামে সাগীরের মধ্যে একটি হাদীস বর্নিত হইয়াছে, একদা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার একটি কেশকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন ইহা কি ? সাহাবায় কিরাম এক বাক্যে বলিয়া ছিলেন-اللّٰه و رسوله اعلم আল্লাহ ও তাঁহার রসুল বেশি জ্ঞাত রহিয়াছেন । তখন হুজুর পাক বলিয়াছেন - 'من اذا شعرة من شعری فالجنة حرام علیه' যে আমার একটি কেশকে অবমাননা করিবে তাহার প্রতি জান্নাত হারাম।

প্রকাশ থাকে যে, মানুষ পাপের পাহাড় নিয়া কবরে পৌঁছিয়া গেলেও জান্নাত হারাম হইবে না । গোনাহগার

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

মুমিন জাহান্নামে পৌছিয়া গেলেও শাফীউল মুজনিবীনের শাফায়াতে জান্নাতে যাইবে । কিন্তু কাহারো প্রতি জান্নাত হারাম হইবে না । জান্নাত হারাম একমাত্র কাফেরদের প্রতি । হুজুর পাক পরোক্ষ বলিয়া দিয়াছেন যে, আমার কেশকে অবমাননা করিলে আল্লাহর জান্নাত তাহার প্রতি হারাম হইয়া যাইবে অর্থাৎ সে হইল কাফের । এইজন্য হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব রদ্দুল মোহতারের মধ্যে বলা হইয়াছে - হুজুর পাকের চুল শরীফকে ছোট চুল বলিলে কাফের হইয়া যাইবে ।

হাদীস - ২৬

اخرج البزار و ابويعلى و الطبرانى و الحاكم و البيهقى عن عبد الله بن الزبير انه اتى النبى ﷺ و هو يحتجم فلما فرغ قال يا عبد الله اذهب بهذا الدم فاهرقه حيث لايراك احد فشربه فلمار جع قال يا عبد الله ماصنعت قال جعلته فى اخفى مكان علمت انه مخفى عن الناس قال لعلك شربته قلت نعم ۔

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো যোবাইর রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, তিনি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে হাজির হইয়াছেন যখন তিনি রক্ত বাহির করিতে ছিলেন । ইহা থেকে বিরত হইয়া তিনি বলিয়াছেন, আব্দুল্লাহ ! এই রক্ত নিয়া নাও এবং ইহা এমন স্থানে ফেলিয়া দিবে যে, কেহ তোমাকে দেখিতে পাইবে না । হজরত আব্দুল্লাহ তাহা পান করিয়া নিয়াছেন । অতঃপর যখন তিনি ফিরিয়াছেন, তখন হুজুর পাক তাহাকে বলিয়াছেন - আব্দুল্লাহ! তুমি কি করিয়াছো ? তিনি বলিয়াছেন, আমি তাহা সব চাইতে গোপন স্থানে রাখিয়া দিয়াছি । আমার উদ্দেশ্য মানুষের নজর থেকে গোপন করিয়াছি । হুজুর পাক বলিয়াছেন, তুমি তাহা পান করিয়াছো । আমি বলিয়াছি - হ্যাঁ ।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি সাহাবায় কিরামদিগের ধারনা ছিল অসাধারন । যেখানে তাঁহার সম্মানের ব্যাপার আসিয়া গিয়াছে সেখানে তাঁহারা কোরয়ানী আদেশ ও নিষেধের দিক না তাকাইয়া তাঁহার সম্মান বহাল রাখিয়াছেন। কোরয়ান পাকে রক্ত খাওয়া হারাম বলা হইয়াছে । হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো যোবাইর রাদী আল্লাহু আনহু একজন উচ্চ পর্যায়ের সাহাবী ছিলেন । নিশ্চয় তিনি অবগত ছিলেন যে,

রক্ত হারাম । তবুও সেদিকে খেয়াল না করিয়া হুজুর পাকের দিকে খেয়াল করিয়াছেন যে, তাঁহার পবিত্র দেহের পবিত্র রক্তকে জমীনে ফেলিয়া দেওয়া হইবে এক প্রকারের অসম্মান করা । তাই তিনি না ফেলিয়া পান করিয়া নিয়াছেন ।

(খ) হুজুর পাকের নির্দেশ অমান্য করা হারাম । কিন্তু এই স্থলে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো যোবাইরকে হুকুম অমান্য কারী বলা যাইবে না । কারন, তিনি হুজুর পাকের সম্মানার্থে তাঁহার নির্দেশ পালন করেন নাই । ইহাতে হুজুর পাকও অসন্তুষ্ট হইয়া ছিলেন না । হুজুর পাক তাঁহার রক্ত মুবারক কে ফেলিয়া দিতে নির্দেশ দিয়া ছিলেন।

(গ) হুজুর পাক জ্ঞাত ছিলেন যে, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো যোবাইর তাঁহার রক্তকে পান করিয়া নিবেন । এইজন্য তিনি বলিয়া ছিলেন যে, রক্ত এমন জায়গায় ফেলিবে যেন কেহ তোমাকে দেখিতে না পায় । আবার হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো যোবাইর যখন বলিয়াছেন যে, আমি অত্যন্ত গোপন স্থানে ফেলিয়া দিয়াছি তখন হুজুর পাক বলিয়াছেন, তুমি তাহা পান করিয়া নিয়াছো ।

প্রকাশ থাকে যে, হুজুর পাকের রক্ত মুবারক পাক পবিত্র । অন্য রক্তের ন্যায় তাহা হারাম ছিল না । এইজন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো যোবাইরকে তিরোস্কার করিয়া ছিলেন না।

হাদীস - ২৭

اخرج الشيخان عن عائشة قالت يا رسول الله اتنام قبل ان توتر فقال يا عائشة ان عينى تنامان ولا ينام قلبى ۔

হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ ! আপনি বিতির পড়িবার পুর্বে ঘুমাইয়া যান ? হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - আয়শা ! নিশ্চয় আমার চক্ষুদয় ঘুমাইয়া থাকে কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না । (বোখারী মোসলেম, খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৬৯ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) উম্মাত ও নবীর মধ্যে একটি বড় পার্থক্য যে, উম্মাত ঘুমাইলে তাহার অন্তরও ঘুমাইয়া যায় । এইজন্য নিদ্রার পরে অজু না করিয়া নামাজ পড়া জায়েজ নয় । কিন্তু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নিদ্রার পরে বিনা অজুতে নামাজ পড়িয়াছেন ।

(খ) নিদ্রার ব্যাপারে সমস্ত পয়গম্বরদিগের অবস্থা এক প্রকার । যেমন হজরত আনাস ইবনো মালিক রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - "قال رسول الله ﷺ الانبياء تنام اعينهم ولا تنام قلوبهم" হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, সমস্ত নবীগনের চক্ষুদয় ঘুমাইয়া থাকে এবং তাহাদের

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

অন্তরগুলি ঘুমায় না । (বোখারী ও মোসলেম)

(গ) নিদ্রায় মানুষের সমস্ত দেহ ঢিল হইয়া যায় । এই অবস্থায় সে তাহার দেহের কোন খোঁজ খবর রাখিয়া থাকে না । এইজন্য নিদ্রার পরে নামাজ পড়িবার জন্য অজু করা ফরজ হইয়া থাকে । কিন্তু নবীগনের অবস্থা সম্পূর্ন সতন্ত্র । তাঁহারা নিদ্রাবস্থায় নিজেদের দেহ থেকে বেখবর থাকেন না । নিদ্রার কারনে তাঁহাদের উপরে অজু ফরজ ছিল না, বরং তাঁহাদের শান ও সম্মানের জন্য অজু ফরজ ছিল। নিদ্রার পরে বিনা অজুতে নামাজ পড়া হুজুর পাকের জন্য খাস ।

হাদীস - ২৮

اخرج الحارث بن ابى اسامة عن مجاهد قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوة بضع واربعين رجلا كل رجل من اهل الجنة ۔

হজরত মুজাহিদ থেকে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে উনপ াশ (৪৯) জন জান্নাতী পুরুষের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে । (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৭০ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আল্লাহ তায়ালা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে তিন প্রকার রূপ দান করিয়াছেন - বাশারী, মালাকী ও হাক্কী । তিনি তাঁহার হাক্কী সূরাতের দিকে ইংগিত করতঃ বলিয়াছেন - "من رانى فى المنام فقد راى الحق" যে ব্যক্তি আমাকে স্বপনে দেখিয়াছে সে অবশ্যই হক্ককে দেখিয়াছে । (মিশকাত) অনুরূপ তিনি আরো ঘোষনা করিয়াছেন "لى مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل" আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে আমার একটি সময় অতিক্রম হইয়া থাকে, যে সময়ের মধ্যে না কোন নিকটস্থ ফিরিশতা অংশ নিতে পারে, না কোন প্রেরিত রসুল । (রূহুল বাইয়ান)

তিনি তাঁহার মালাকী সুরাতের দিকে ইংগিত করতঃ বলিয়াছেন - "ابيت عند ربى وهو يطعمنى ويسقينى" আমি আমার প্রতিপালকের নিকটে রাত কাটাইয়া থাকি । তিনি আমাকে পানাহার করাইয়া থাকেন । (রূহুল বাইয়ান)

তিনি তাঁহার বাশারী সুরাতের দিকে ইংগিত করতঃ বলিয়াছেন - "انا بشر مثلكم" আমি তোমাদের মত বাশার । (আল কোরয়ান)

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের হাকীকাতে মুহাম্মাদীয়া রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ ব্যতিত

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

কেহ অবগত নয় । তাই তিনি হজরত আবু বাকার সিদ্দিককে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন - يا ابا بكر "لم يعرفنى حقيقة سوى ربى" আবু বাকার ! আমার প্রতিপালক ছাড়া কেহ আমার হাকীকাত (প্রকৃত অবস্থা) অবগত নয় । হজরত জিবরাঈল আমীন মীরাজের রাতে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত হুজুর পাকের মালাকী (ফিরিশতায়ী) ক্ষমতা দেখিয়া ছিলেন । অতঃপর যখন তাঁহার হাকিকী সুরাত বা আসল অবস্থা প্রকাশ হইবার সময় হইয়াছিল, তখন জিবরাঈল আমীন বলিয়া ছিলেন - "ان بينى وبينه سبعين حجابامن مور اودنوت من بعضها لاحرقت" ইয়া রাসুলাল্লাহ ! আমার ও আমার প্রতি পালকের মাঝে সত্তর হাজার নূরের পরদা রহিয়াছে । যদি আমি উহার সামান্য নিকটবর্তী হইয়া থাকি, তাহা হইলে জ্বলিয়া যাইব । (মিশকাত) সুবহানাল্লাহ ! আল্লাহু আকবার ! জগতবাসী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের হাকীকাত অবগত নয় । তাঁহার মালাকীয়াতের মুকাবেলা করা তো দুরের কথা তাঁহার বাশারীয়াতের মুকাবিলা করিতে সক্ষম নয়।

হাদীস - ২৯

اخرج الطبرانى من طريق عكرمة عن ابن عباس والدينورى فى (المجالسة) من طريق مجاهد عن ابن عباس قال ما احتلم نبى قط وانما الاحتلام من الشيطان"

হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, ما احتلم نبى قط وانما الاحتلام من হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কখনো স্বপ্নোদোষ হয় নাই । কারন, স্বপ্নোদোষ শয়তানের তরফ থেকে হইয়া থাকে । (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৭০পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

প্রতিটি মানুষের জীবনে স্বপ্নোদোষ হওয়া একটি স্বাভাবিক অবস্থা । কিন্তু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এই স্বাভাবিক অবস্থা থেকে পাক পবিত্র ছিলেন । কারন, স্বপ্নোদোষের মধ্যে শয়তানের দখল থাকে । হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম শয়তানের সমস্ত রকম দখল থেকে মুক্ত ছিলেন । আল্লাহ তায়ালা হুজুর পাকের পবিত্র সত্ত্বার পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন ইহাই হইল তাঁহার সহিত আমাদের এক পার্থক্য ।

(ক্রমশ)

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

আপনি কখনই মুসলমান নয়

যদি আপনি কেবল - لا اله الا الله 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ' এর উপরে থাকিয়া যান, তাহা হইলে আপনি অবশ্য অবশ্যই কখনই মুসলামান নয়। মুসলামান হইবার জন্য শর্ত হইল - محمد رسول الله 'মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' বলা।

একজন মানুষ যদি জন্মের পর থেকে একশত বৎসর কেবল - لا اله الا الله 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ' পাঠ করিতে থাকে, তাহা হইলে সে মুসলমান হইবে না। ঈমানের তালিকায় তাহার নাম লেখা হইবে না, যতক্ষন পর্যন্ত সে একবার محمد رسول الله 'মোহাম্মাদুর রসূলল্লাহ' বলিয়া না থাকে। কোন কাফের মুসলামান হইতে চাহিলে তাহাকে কেবল 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ' পাঠ করাইলে হইবে না, বরং তাহাকে পাঠ করাইতে হইবে 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'। তাফসীরে কাবীরের মধ্যে বলা হইয়াছে -

"أنَّ الواحد من الكفار لو قال الف مَرة اشهد ان لَّا اله الَّا الله فانه لا يصح ايمان الَّا اذا قال معه و اشهد انَّ مُحمَّدا رسول الله"

একজন কাফের যদি এক হাজার বার বলিয়া থাকে - আশহাদু আঁল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নিশ্চয় তাহার ঈমান সঠিক হইবে না কিন্তু যখন সে উহার সহিত বলিবে - 'আশহাদু আল্লা মোহাম্মাদার রসুলুল্লাহ'। (সূরাহ ইউনুস, আয়াত নাম্বার ৯১/৯২)

এখনো পর্যন্ত বিশ্ব ব্যাপী মুসলিম জাহানে প্রতি হাজারে হাজার মানুষ কে 'কালেমায় ত্বাইয়েবাহ' বলিতে বলিলে প্রত্যেকে বলিবে - লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ। কারন, প্রত্যেকেই জানিয়া রহিয়াছে যে, 'মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' না বলিলে মুসলমান হওয়া সম্ভব নয়। তবে আগামী প্রজন্মের জন্য কি মুমিন মুসলমানের সংজ্ঞা আলাদা হইয়া যাইবে? কেবল 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ' হইয়া যাইবে ঈমান ? কখনই নয়, কখনই নয়।

এইবার আসল কথা অরম্ভ করিতেছি। আজ ৭/৮/২০১৮ রবিবার আমার ছাত্র মাওলানা সামসুল হুদা রেজবী সাহেবের মাধ্যমে একটি বই পাইয়াছি। বইটির নাম - ছোটদের আধুনিক আরবী শিক্ষা। (প্রথম ভাগ) চিল্ড্রেন বুক হউস। এম পি রোড, বেলডাঙ্গা - মুর্শিদাবাদ। প্রকাশিকা : নসরিন বানু, এম পি রোড, বেলডাঙ্গা - মুর্শিদাবাদ। প্রথম প্রকাশ: ২০১৫। এই বইটির ৪৪ পৃষ্ঠায় লেখা রহিয়াছে।

কালিমা

ইসলামের মুল পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে প্রথম হচ্ছে কালিমা তথা এমন কয়েকটি বাক্য যা অন্তরে বিশ্বাস রেখে মুখে উচ্ছারন করতে হয়। কালিমা ছাড়া কেউ মুসলামান হতে পারবে না। কাজেই অমুসলিমগন ইসলাম কবুল করার সময় কালিমা মুখে উচ্ছারন করে মুসলমান হন। এটাই শরীয়াতের হুকুম। অতএব, কোন মুসলিম ঘরের ছেলে যদি কালিমা সম্পর্কে জ্ঞান না থেকে তা হলে তাকেও অমুসলিম বলে বিবেচিত করা হবে। তাই কালিমা গুলি প্রথমেই দেওয়া হল। এগুলি মুখস্ত রাখতে হবে।

কালিম - ই তাইয়্যেবা

لا اله الا الله

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনও উপাস্য নাই। (সুরা মুহাম্মাদ)

সর্ব যুগে ঈমানের জন্য শর্ত হইল যে, আল্লাহ তায়ালার তৌহীদ বা একত্ববাদকে স্বীকার করিবার সাথে সাথে যুগের পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। নবীর নবুয়াতের প্রতি বিশ্বাস না করিলে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস হইল বেকার। এইজন্য ফেরাউনের ঈমান গ্রহন যোগ্য হয় নাই। কারন, সে নবী মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান না আনিয়া কেবল আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়া নিজেকে মুসলমান বলিয়া ঘোষনা (এরপর ১৮ পৃষ্ঠায়)

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

দরবারে খাজার খাদেমগন শীয়া

সত্যই খাজা বাবার দরবারী খাদেমগন শীয়া । সব সময় একটি চাপা প্রচার রহিয়াছে যে, খাজা বাবার দরবারের সমস্ত খাদেম হইল শীয়া । তবে ইহা প্রতি হাজারে নয় শত নিরা নব্বই জন সাধারন মানুষ জ্ঞাত ছিল না । হঠাৎ করিয়া মাত্র কয়েক দিন পূর্বে এই বৎসর ২০১৮ সালে অক্টবরের প্রথম সপ্তহের শেষের দিকে কামরান চিশতী নামের এক খাদেম আরো কয়েকজন খাদেমকে সঙ্গে নিয়া একটি ভিডিও ভাইরাল করিয়াছেন । তিনি গর্বের সহিত জগতকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, আমরা শীয়া । আমরা সব সময়ে শীয়া । আমরা মুয়াবিয়াকে সব সময় নিন্দা মন্দ করিয়া থাকি । আজও করিতেছি । আগামীতে করিব। আর **'মাসলাকে আ'লা হজরত'** মাননে ওয়ালাদের সহিত আমাদের যুদ্ধ ঘোষনা থাকিল । হাজারবার নাউজুবিল্লাহ! হাজারবার লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ।

আমার সমস্ত সুন্নী ভাইদের জিজ্ঞাসা করিতেছি, তবে কি সুলতানুল হিন্দ খাজা আজমিরী আলাইহির রহমাহ শীয়া ছিলেন ? তবে কি গওসুল আ'যম শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী আলাইহির রহমাহ শীয়া ছিলেন ? কামরান সহ সমস্ত খাদেম শীয়া হইয়া যান অথবা শয়তান হইয়া যান অথবা জাহান্নামের কুকুর হইয়া যান, তাহাতে আমাদের মাথা ব্যাথা নাই । কিন্তু কামরানের কথায় হাজার হাজার মানুষ সন্দেহের শিকার হইয়া যাইতেছে যে, তবে কি খাজা আজমিরী ও গওস পাক শীয়া ছিলেন ! কামরান নিজেকে সাইয়েদ বলিতেছেন আবার শীয়াও বলিতেছেন । কোন সাইয়েদ শীয়া নয় । কোন শীয়া সাইয়েদ নয় । তবে হজরত আমীর মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুকে যাহারা নিন্দা মন্দ করিয়া থাকে তাহারা হইল জাহান্নামের কুকুর । যেমন 'নাসীমুর রিয়াজ' কিতাবের মধ্যে বলা হইয়াছে -

"ومن يكون يطعن فى معاوية

فذاک من كلاب الهاوية"

যে ব্যক্তি হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুর শানে নিন্দা মন্দ করিবে সে হইল জাহান্নামের কুকুর ।

সুন্নী মুসলামান ! খুব সাবধান, খুব সাবধান । সুলতানুল হিন্দ খাজা আজমিরী আলাইহির রহমার দরবারী সমস্ত খাদেমগন হইল শীয়া শয়তান । ইহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করা হইবে হারাম, হারাম কঠিন হারাম ।

শয়তানের দল কোন্ সাহস ধরিয়াছে ! রেজবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা ! মাসলাকে আ'লা হজরত না থাকিলে শয়তানদের হাঁড়ী জ্বলিত না। অখন্ড ভারতে বাতিলের ঝড় তুফানে যখন সমস্ত খানকা ও সমস্ত মাজার গুলি মুখথুবড়াইয়া যাইবার উপক্রম হইয়া গিয়া ছিল, ঠিক সেই কঠিন মুহুর্তে রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ তায়ালা ইমাম আহমাদ রেজা খানকে মুজাদ্দিদ করতঃ প্রেরন করিয়া ছিলেন । যাহার দ্বারায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে সমস্ত খানকা ও মাজার । আজ সেই খানকার খাদেম ও মাজারের পরিচালকগন মাসলাকে আ'লা হজরতের প্রতি যুদ্ধ ঘোষনা করিতেছে ! বর্তমানে বাতিলের যে উৎপাত যদি মাসলাকে আ'লা হজরত না থাকিতো, তাহা হইলে নিশ্চয় সমস্ত খানকার খাদিমদের ও মাজারের মালিকদের মাছি হাঁকাইতে হইত ।

কোন বাতিল ফিরকার মানুষ খাজা বাবার দরবারের দিকে মুখ করিয়া থাকে না । যদি কেহ যায়, তাহা হইলে শীয়াদের শয়তানী খেল দেখিতে যায় । তাহারা ফুল,ও চাদর এবং হাঁড়িতে ও হাতে একটি পয়সা দিয়া থাকে না। 'মাসলাকে আ'লা হজরত' মাননে ওয়ালা মানুষ শত শত নয়, হাজার হাজার টাকা দরবারে খরচ করিয়া আসিতেছে । আজ তাহাদের সহিত যুদ্ধ ঘোষনা ! লা হউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ !

সুন্নী মুসলামান ! আপনারা আল্লাহর অয়াস্তে সাবধান হইয়া যান । শরীয়াতের আলোকে বলিতেছি, আপনারা নির্ভরযোগ্য আলেমের নিকট থেকে যাঁচাই করিয়া দেখুন। মাজারে ফুল চাদর দেওয়া জায়েজ । কিন্তু চব্বিশ ঘন্টায় দুই চার মন দেওয়া ও দুই চার শত চাদর চড়ানো নাজায়েজ ও গোনাহের কাজ এবং গরীবদের দুঃখ দেওয়া ছাড়া কিছুই নয় । সুতরাং তাহাদের নিকট থেকে না একটি ফুল কিনিবেন, না একটি চাদর । এই পয়সা গুলি নিয়া বাবার নামে গরীব মিসকিনদের হাতে দিয়া দিন । খবরদার ! হাঁড়িতে টাকা ফেলিবেন না । এই হাড়িগুলি বাবার ডেগ নয়, বরং গেটের বাহিরে অক্ষম মানুষদের পেট হইল বাবার ডেগ । গরীবদের হাতে পয়সা দিন ।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

ফাতাওয়া বিভাগ

(১) সাইয়েদ মুস্তফা সাকিব, হাওড়া ।

ব্যাঙ্কের সুদ জায়েজ কিনা ? ১ আগষ্ট ২০১৭ মঙ্গলবার 'কলম' পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় মোটা অক্ষরে লেখা ছিল - দেশের ব্যাঙ্কে দাবিহীন ৬৭ লক্ষ কোটি । মুসলিমরা সুদ না নেওয়ায় ।

নয়া দিল্লি ৩১শে জুলাই :দেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে মুসলিমদের জমা রাখা আমানতের বিপুল অঙ্কের সুদের টাকার দাবি কেউ না করায় তা পড়ে রয়েছে । আর সেই টাকার অঙ্কটি অল্প নয় প্রায় ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা ----------

কোরয়ান ও হাদীসের আলোকে এই টাকার ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে একটি অকাট্ট ফাতওয়া চাহিতেছি । প্রকাশ থাকে যে, 'কলম' পত্রিকায় এই লেখাটি প্রাকাশ হইবার পরে জনৈক ফুরফুরা পন্থী মানুষ ফাতওয়ায় সিদ্দিকীয়া ও ফাতওয়ায় আমিনিয়ার উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছে যে, ব্যাঙ্কের সুদ হারাম । তবে সুন্নীদের নিকটে আপনার ফতওয়াটি হইবে গ্রহনযোগ্য ।

উত্তর - وباللہ التوفیق ব্যাঙ্কে টাকা জমা করিবার পরে যে বাড়তি টাকাটি পাওয়া যায়, তাহা আদৌ সুদে গন্য নয় । বরং এই টাকাকে সুদ বলা নাজায়েজ-গোনাহের কাজ । অন্যথায় ব্যাঙ্কে টাকা রাখা হারাম হইবে। প্রকাশ থাকে যে, সুদ হইবার জন্য একটি বিশেষ শর্ত হইল যে, দাতা ও গ্রহিতা মুসলমান হইবে । সুতরাং মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে সুদ বলিয়া কিছুই নাই । ইহা হইল ইমাম আবু হানীফার অভিমত । যেমন হানাফী মাযহাবের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য কিতাব হিদাইয়ার মধ্যে বলা হইয়াছে -

"ولناقوله عليه السلام لاربوا بين المسلم والحربى فى دار الحرب ولان مالهم مباح فى دارهم فباى طريق اخذه المسلم اخذمالا مباحا اذا لم يكن فيه غدر"

হানাফী মাযহাবের দলীল হইল হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের হাদীস - দারুল হারবে মুসলমান ও হারবী কাফেরের মধ্যে সুদ বলিয়া কিছুই নাই ।

আর ইহা এইজন্য যে, তাহাদের (হারবীকাফেরদের) মাল তাহাদের দেশে হালাল । সুতরাং যে কোন পন্থায় মুসলমান তাহা গ্রহন করিলে তাহা হালাল হইবে, তবে তাহাতে যেন কোন প্রকার ধোকাবাজি না থাকে । (হিদাইয়া দ্বিতীয় খন্ড ৭০ পৃষ্ঠা) প্রাকাশ থাকে যে, হিদাইয়ার এই উক্তিটি অবিকল তাফসীরে আহমাদীয়ার মধ্যে ৩৯৭ পৃষ্ঠায় নকল করিয়া দেওয়া হইয়াছে ।

আরো প্রকাশ থাকে য়ে, কাফের তিন প্রকার - মুস্তামিন, জিম্মী ও হারবী । বাদশাহে ইসলামের নিকট থেকে আশ্রয় প্রাপ্ত কাফেরকে বলা হইয়া থাকে মুস্তামিন। জিজিয়া প্রদান কারী কাফেরকে বলা হইয়া থাকে জিম্মী । আর স্বাধীন কাফেরকে বলা হইয়া থাকে হারবী । যেহেতু মুসলমান বাদশা আশ্রয় দিয়াছে । এই কারনে তাহার নিকট থেকে এক টাকা দিয়ে দুই টাকা নেওয়া চলিবে না । অনুরূপ যেহেতু জিম্মী মুসলিম বাদশাকে জিজিয়া প্রদান করিয়া থাকে । এইজন্য তাহার নিকট থেকে এক টাকা দিয়া দুই টাকা নেওয়া চলিবে না । কিন্তু হারবী কাফের যেহেতু সে সর্বদিক দিয়া স্বাধীন । এই কারনে তাহার নিকট থেকে এক টাক দিয়া দুই টাকা নেওয়া সুদ নয়, বরং চুক্তির মাধ্যমে সবই জায়েজ । প্রকাশ থাকে যে, আমাদের দেশের অমুসলিমরা হইল তৃতীয় পর্যায়ের কাফের । সুতরাং ইহাদের নিকট থেকে চুক্তির মাধ্যমে যাহা কিছু নেওয়া হইবে তাহা হইল হালাল ।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) কয়েকটি কারনে ব্যাঙ্কের ইন্টারেষ্ট বা লভাংশ

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

সুদে গন্য নয় । প্রথম কারন হইল যে, দাতা ও গ্রহিতা না মুসলমান, না উভয়কে নির্দিষ্ট করা সম্ভব । যে ব্যক্তি ব্যাঙ্কে টাকা জমা করিয়া থাকে তাহাকে চিহ্নীত করা যায় । কিন্তু ইন্টারেষ্ট প্রদান কারীকে চিহ্নীত করা যায় না । কারন, এই লভাংশ প্রদানকারী না ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, না দেশের প্রধান মন্ত্রী । নির্দিষ্ট ভাবে কেহ এই টাকার মালিক নয় । এইজন্য এই লভাংশ প্রদান করিতে না প্রধান মুন্ত্রীর কোন কষ্ট হইয়া থেকে, না ব্যাঙ্কের ম্যনেজারের কোন কষ্ট হইয়া থাকে ।

দ্বিতীয় কারন হইল যে, দিনের পর দিন মুদ্রাস্ফ্রিতি হইতেছে । আজ একটি টাকার যে মুল্য রহিয়াছে, পাঁচ বৎসর পরে এই একটি টাকার সেই মুল্য থাকিবে না । অতএব, ব্যাঙ্ক থেকে পাঁচ সাত বৎসর পরে যে, লভাংশ পাওয়া যাইতেছে তাহার মুল্য আসল মুলধন অপেক্ষা কম হইয়া গিয়াছে ।

(খ) ব্যাঙ্কের লভাংশকে সুদ বলিলে ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখা হারাম হইবে । কারন, আপনার টাকায় অমুসলিমদের হাত শক্ত হইবে । ইহার জলন্ত প্রমান হইল এই ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা । এই একটি পাহাড় সমান টাকা মুসলামানেরা যদি সুদ বলিয়া ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আখিরাতে ইহার জবাব দিতে হইবে । কারন, এই টাকা এক দিন মুসলমানদের বিপক্ষে ভায়াবহ রূপ ধারন করিতে পারে ।

(গ) যে ব্যাঙ্কের লভাংশকে সুদ বলিবে তাহার জন্য ব্যাঙ্কে টাকা জমা করা কঠিন গোনাহের কাজ হইবে । তবে একান্ত ভাবে যদি টাকা ব্যাঙ্কে রাখিতে বাধ্য হইয়া থাকে, তাহা ইলে টাকাকে রেজিষ্টারী করিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে এই টাকাকে ব্যাঙ্ক ব্যবহার করিতে না পারে ।

(ঘ) কোরয়ান পাকে বলা হইয়াছে - احل الله البيع و حرم الربو" আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করিয়াছেন এবং সুদকে হারাম করিয়াছেন । (সুরাহ বাকারা) সুতরাং সুদ হারাম সন্দেহ নাই । সুদকে হালাল বলা কুফরী । কিন্তু আয়াত পাকে সুদের সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই । অতএব, সুদ কাহ .ক বলা হয় তাহা জানিবার প্রয়োজন । শুকর হারাম । শুকরকে হালাল বলা কুফরী । কিন্তু শুকর কাহাকে বলা হয় তাহা চিনিবার প্রয়োজন । অন্যথায় বিপদের কারন হইয়া যাইবে। কারন, শুকরকে না চিনিতে পারিলে ছাগলকে শুকর বলিয়া ত্যাগ করিয়া দিবে । আবার হয়তো শুকরকে ছাগল বলিয়া খাইয়া ফেলিবে । এইজন্য কেবল সুদকে হারাম জানিলে হইবে না, বরং সুদের সংজ্ঞা জানিতে হইবে ।

(ঙ) ফাতাওয়ায় সিদ্দিকীয়া ও ফাতাওয়ায় আমিনীয়ার উদ্ধৃতি গুলি আদৌ না নির্ভর যোগ্য, না গ্রহন যোগ্য । কারন, এই পুস্তক গুলিতে কেবল বলা হইয়াছে ব্যাঙ্কের সুদ হারাম । এই পুস্তক গুলির এই ফাতাওয়াটি পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন । অন্যথায় তাহাদের ফাতওয়ার স্বপক্ষে দলীল প্রদান করা জরুরী ।

هذا ماظهر عندى و الحق الصواب
عند الله وعند رسوله

(২) রবিউল হালদার, খাঁপুর, কালিকা পোতা, উস্তি, দক্ষিন ২৪ পরগানা ।

আমাদের পশ্চিম পাড়ায় এক ব্যক্তির জানাজায় আমি ছিলাম । যে মাওলানা জানাজা পড়াইয়াছেন তিনি জানাজার পরে দোয়া করিবার পক্ষে ছিলেন কিন্তু মৃত ব্যক্তির ছেলে মাওলানাকে দোয়া করিতে মানা করিয়া দিলে মাওলানা সাহেব আর দোয়া করেন নাই । আমরা জানাজার পরে যে দোয়া করিয়া থাকি তাহা কি নাজায়েজ? আপনি যদিও এই দোয়ার সম্পর্কে বহুবার আলোচনা করিয়াছেন । তবুও আমি চাহিতেছি, পত্রিকার মাধ্যমে বলিয়া দিলে বহু মানুষ উপকৃত হইবে ।

উত্তর - و الله الموفق و المعين জানাজার পরে দোয়া করিবার রেওয়াজ যুগ যুগ থেকে রহিয়াছে । আমাদের দেশের সর্বত্রে এই দোয়ার প্রচলন ছিল ও বর্তমানে রহিয়াছে । তবে তাবলিগী জাময়াতের প্রভাবে আমাদের এলাকায় বেশ কিছু জায়গায় দোয়াটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে । তবে যাহারা বন্ধ করিয়া দিয়াছে তাহারা কিন্তু মন প্রান দিয়া বন্ধ করিবার পক্ষে নয় । কিন্তু কিছু করিবার নাই । কারন, নিজেরা জাময়াতে যাইবার পা তৈরি করিয়া

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

নিয়াছে ।এখন জামায়াত থেকে পিছপা হইলে লোকে নিন্দা করিবে । তাই সাত পাঁচ ভাবিয়া দেওবন্দী মৌলিবীদের কথাকে নকল করিয়া বেড়াইতেছে, জানাজা মানেই তো দোয়া ।এই তো দোয়া হইয়া গেল বলিয়া মনে বোধ দিতে আরম্ভ করিয়াছে ।

আহারে ! দোয়া পাগলের দল ! দুই তিন মাস আগে থেকে দোয়া দিবসের দিনোক্ষন ধার্য করতঃ প্রচার করা হইতেছে, বহু মানুষ বিদেশ থেকে রাড়ি চলিয়া আসিতেছে, সমস্ত প্রকার কাজ কর্ম বাদ দিয়া দোয়ায় শরীক হইবার জন্য যাহার পর নয় প্রস্তুতি চলিতেছে ইত্যাদি । কিন্তু জানাজার পরে দোয়া করিলে জাহান্নাম জরুরী হইয়া যাইবে ! তাই এই দোয়াটি উঠাইয়া দেওয়ার জন্য শত চেষ্টা চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে তাবলিগী জামায়াত ।

যাক, আসল কথা হইল যে, জানাজা না নামাজ, না সাধারন ভাবে দোয়া । কারন, রুকু সিজদা ইত্যাদি ছাড়া কোন নামাজ নাই । তাই জানাজা নামাজ নয় । আবার দোয়ার জন্য না অজু করা জরুরী, না কিবলা মুখি হওয়া জরুরী, না তাকবীরে তাহরীমা বাঁধা জরুরী, না একের পর এক নির্দিষ্ট দোয়া পড়া জরুরী ; অথচ এইগুলি সবই হইল জানাজার জন্য জরুরী । সুতরাং এই জানাজা একদিক দিয়া আম দোয়া নয় ।জানাজাকে দোয়া বলিয়া জানাজার পরের দোয়াকে উঠাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করাই হইল মুর্দার হক্ক নষ্ট করিয়া দেওয়া । যাহা হইল এক প্রকারের যুল্ম ও গোমরাহী।

জানাজার পরে হাত তুলিয়া দোয়া করা কেহ কোরয়ান হাদীস থেকে নাজায়েজ দেখাইতে পারিবে না । বরং হাদীস পাকে বলা হইয়াছে -

"قال رسول صلى الله عليه وسلم اذا صليتم على الميت فاخلصو اله الدعاء"

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যখন তোমরা মাইয়েত এর উপর সালাত পড়িয়া নিবে তখন ইহার পরে তাহার জন্য খালেস ভাবে দোয়া করিবে। (মিশকাত)

বর্তমান হাদীস পাকে দোয়া করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ।এই কারনে উলামায় ইসলাম এই দোয়াটি ব্যাপক থেকে ব্যাপক ভাবে চালু করিয়া দিয়াছেন । হাদীস পাকে আরো বর্নিত হইয়াছে -

"ماراه المومنون حسنا فهو عند الله حسن"

ঈমানদার গন যাহা ভাল ধারনা করিয়া থাকেন তাহা আল্লাহর নিকটে ভাল । (মিশকাত)

অবশ্যই দুই একটি কিতাবে এই দোয়াকে মাকরুহ বলা হইয়াছে । এই মাকরূহ বলিবার পিছনে দুইটি কারন রহিয়াছে । একটি হইল যে, জানাজার লাইন না ভাঙিয়া দোয়া করা । কারন, ইহাতে দুরের মানুষ সন্দেহে পড়িয়া থাকে যে, এখনো জানাজা চলিতেছে । যদি লাইন ভাঙিয়া দিয়া দোয়া করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে মাকরূহ হইবে না । মাকরূহ হইবার দ্বিতীয় কারন হইল যে, দীর্ঘক্ষন দোয়া করা, যাহাতে দাফনের কাজ বিলম্ব হইয়া যায় । সুতরাং দোয়া দীর্ঘক্ষন না হইলে মাকরূহ হইবে না । আর বাস্তবে লাইন ভাঙিয়া দিয়া দোয়া হইয়া থাকে এবং এই দোয়া দীর্ঘক্ষন হইয়াও থাকে না । অতএব, এই দোয়া কোন দিক দিয়া মাহরূহ হইতে পারে না । প্রকাশ থাকে যে, পিতার জন্য দোয়া করিতে বাধা দেওয়া কোন সুপুত্রের কাজ নয়। আর যে মৌলবী সাহেব কাহারো কথায় দোয়া বন্ধ করিয়া দিয়া থাকেন তাহাকে কখনই হাক্কানী মোলবী বলিয়া মনে করা হইবে না । দ্বীনের কোন হাক্কানী আলেম কখনো কোন জাহেলের কথায় কর্নপাত করিবে না ।

و الله تعالى اعلم

(৩) আব্দুল মালেক হালদার, খাপুর, কালিকা পোতা, উস্তি, দক্ষিন ২৪ পরগানা ।

আমাদের গ্রামে একটি রেজা জামে মসজিদ হইয়াছে। এই মসজিদে একটি ছেলে দৈনিক কমবেশি আজান দিয়া থাকে । কিন্তু ছেলেটির পিতা আমাদের মসজিদে কোন দিন নামাজ পড়িতে দেখি নাই । ভিতর থেকে খোঁজ খবর নিয়া দেখিলাম যে, তিনি একটি ওহাবী মসজিদে কেবল

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

জুময়ার দিনে মাঝে মধ্যে যায় , ঐ পিতার মৃত্যুর পরে যদি কোন ওহাবী মাওলানা জানাজার ইমাম হইয়া যায়, তাহা হইলে ছেলেটির জন্য জানাজায় শরীক হওয়া যাইবে কিনা ?

উত্তর - التوفيق من الملک المنان- প্রথম কথা হইল যে, শরীয়তের কাছে বদ নিয়াতে কোন প্রকার প্রশ্ন করা জায়েজ নয় । দ্বিতীয় কথা হইল যে, 'যদি' বলিয়া প্রশ্ন করা ঠিক নয় ।ইসলামের শুরু থেকে হক্ক ও বাতিলের লড়াই চলিয়া আসিতেছে । ইহার বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে যে, পিতা ও পুত্র দুইজন দুই দ্বীনে ও দুই মাযহাবের মানুষ । সুতরাং ফায়সালা তখন যাহা ছিল এখন তাহাই থাকিবে ।

যাইহোক, যখন ছেলেটি রেজা জামে মসজিদে মুয়াজ্জিন হইয়া বেশির ভাগ আজান দিয়া থাকে, তখন পরিষ্কার প্রমান হইতেছে যে, ছেলেটি একজন খাঁটি সুন্নী। অন্যথায় সুন্নীদের একটি মারকাযী মসজিদে কখনই তাহার ধারাবাহিক ভাবে আজান দেওয়ার সুযোগ হইত না । আরো প্রমান হইয়া থাকে যে, এই পুত্রের প্রতি পিতার কোন প্রকার বাধা নাই । অন্যথায় ছেলেটি কখনই এই সুন্নী মসজিদে নিয়মিত ভাবে আজান দিতে পারিত না। আরো বুঝা যাইতেছে যে, সুন্নী মসজিদে নামাজ পড়ায় ও আজান দেওয়ায় পুত্রের প্রতি পরোক্ষ শায় রহিয়াছে । এখন 'যদি' বলিয়া প্রশ্ন না করিয়া ছেলেটির প্রতি পূর্ন বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, পিতার মরনের দিন যদি পুত্র বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে সে অবশ্যই কোন ওহাবী দেওবন্দী দ্বারা জানাজা না পড়াইয়া কম পক্ষে নিজে ইমাম হইয়া জানাজা সম্পন্ন করিবে ।

والله تعالى اعلم

(৪) মোহাম্মাদ ইয়াকুব, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ।

আপনার নিকটে একটি মসলা জানিতে চাহিতেছি । আর মাত্র ২০/২২ দিন পরে দুর্গা পূজা হইবে । এইজন্য আমরা চাহিতেছি যে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখিবার জন্য পূজায় অংশ গ্রহন কারীদের পানাহারের ব্যবস্থা রাখি । ইহা জায়েজ হইবে কিনা ? অবশ্যই আমরা পূজা মন্ডপের ভিতরে যাইব না ।

উত্তর - الله الهادى الى الحق সব কথা শরীয়তকে শুনাইবার কি প্রয়োজন রহিয়াছে ! যাহার যাহা খুশি সে তো তাহাই করিতে আরম্ভ করিয়াছে । শরীয়তের সম্মতি নিয়া ইচ্ছা মত কাজ করিবার আশা করা ভুল । বর্তমানে মুসলমানদের একটি বড় অংশ 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি'র নামে যে ভাবে রঙ মাখিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে আদৌ কোন কাজ হইবে না, কেবল নিজের ঈমান কে ধ্বংস করা হইবে । কোলকাতায় কয়েকটি পুজা মন্ডপের দ্বায়িত্ব মুসলমানদের হাতে থাকে । মুসলমানেরা স্বাধীনতা দিবসে নিজেদের পোষাক পর্যন্ত তেরঙ্গা করিতেছে । রাখি বন্ধনে মসজিদের ইমাম থেকে মাদ্রাসার মুদার্রিস পর্যন্ত রাস্তায় নামিয়া পড়িয়াছে । আর হুলির দিন রঙ মাখিয়া মাতলামীর কথা বলিবার প্রয়োজন নাই । মুসলিম সামাজ যে পদক্ষেপ নিয়াছে তাহাতে কেবল ইসলাম কলংক হইবে। আসল কাজের কাজ কিছুই হইবে না । যাহাই হউক।

এখন মুল প্রশ্নের জবাব হইল যে, যেমন হারাম কাজ করা হারাম, তেমন হারাম কাজের সহযোগিতা করাও হারাম । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন -

"ولا تعاونوا على الاثم والعدوان"

তোমরা পাপের কাজে একে অপরকে সাহায্য করিও না ।

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন-

"لاتقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتى بالمشركين و حتى تعبد تبائل من امتى الاوثان"

কিয়ামত কয়েম হইবে না যতক্ষন পর্যন্ত আমার উম্মাতের মধ্যে কিছু গোত্র মুশরিকদের সহিত মিলিয়া না যায় এবং যতক্ষন না আমার উম্মাতের কিছু গোত্র ঠাকুর পূজা করিয়া থাকে । (মিশকাত)

উপবের উদ্ধৃতি গুলি থেকে পরিস্কার প্রমান হইতেছে, পূজায় অংশ গ্রহন কারীদের জন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহন করা জায়েজ হইবে না ।

والله تعالى اعلم

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

সম্পাদকের কলমে প্রকাশিত

—ঃ ইল্মে কোরয়ান ঃ—

(১) ফায়জে রব্বানী তাফসীরে সামদানী (২) তাফসীর নুরুল কোরয়ান (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা) (৩) কানজুল ঈমান (অনুবাদ) (৪) কোরয়ানের বিশুদ্ধ অনুবাদ 'কানজুল ঈমান' ।

—ঃ ইল্মে হাদীস ঃ—

(১) মোসনাদে ইমাম আ'যম (বঙ্গানুবাদ) (২) মোসনাদে আবু হানীফা (৩) মুনতাখাব হাদীস (৪) হাদীসের আলোকে জবাজ ।

—ঃ ইল্মে ফিক্বহ ঃ—

(১) ফতওয়ায় মুফতী আ'যম বাঙ্গাল (২) বাংলা ভাষায় জুময়ার খুতবাহ (৩) সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ (৪) মাসায়েলে কুরবানী (৫) আনওয়ারে শরীয়াত (বঙ্গানুবাদ) (৬) জান্নাতী জেওয়ার (বঙ্গানুবাদ) (৭) ইসলামে তালাক বিধান (৮) ফতওয়ায় রেজবীয়ার আলোকে জবাব ।

—ঃ ইল্মে আকায়েদ ঃ—

(১) আল মিসবাহুল জাদিদ (বঙ্গানুবাদ) (২) কাশফুল হিজাব (বঙ্গানুবাদ) (৩) নকশায় ওহাবীদের চিনিয়া নিন (৪) সুন্নীয়াতের আলামত ।

—ঃ ইল্মে মারেফত ঃ—

(১) বর্ষাখী জীবন বা কবরের অবস্থা (২) সুন্নী আকীজাত (৩) জিন্নাতের উপদ্রব থেকে পরিত্রান ।

—ঃ ইল্মে তারিখ বা ইতিহাস ঃ—

(১) ওহাবীদের ইতিহাস (২) সেই মহা নায়ক কে ? (৩) বালাকোট খন্ডেনে এক কলম (৪) চেপে রাখা ইতিহাসে উপর এক কলম (৫) বালাকোটে কাল্পনিক কবর

—ঃ রদ্দে ওহাবী ঃ—

(১) তাবলীগ জামায়াতের গুপ্ত রহস্য (২) তাবলীগ জামায়াতের অবদান ! (৩) ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুব (৪) গোমরাহ জাকির নায়েক (৫) শয়তানের সেনাপতি (৬) বাংলার বাতিল ফিরকা ফুরফুরা (৭) আইনুদ্দীন গোবিন্দপুরীর অসারতা (৮) আবুল কাশেমই লা মযহাবী কুড়ি রাকয়াত তারাবী ।

—ঃ সুন্নীয়াত প্রতিষ্ঠায় ঃ—

(১) আমজাদী তোহফাহ বা সুন্নী খুতবাহ (২) সলাতে মুস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা (৩) সলাতে মুস্তফা বা সুহী নামাজ শিক্ষা (৫) মোহাম্মদা নুরুল্লাহ আলাইহিস সালাম (৬) হানাফী ভাইদের প্রতি এক কলম (৭) নারীদের প্রতি এক কলম (৮) দাফনের পরে (৯) দাফনের পুর্বা পর (১০) হাদীসের আলোকে হানাফী নামাজ (১১) নফল নিয়াত (১২) দোয়ায়ে মুস্তফা (১৩) নামাজের নিয়াত নামা (১৪) মক্কা ও মদীনার মুসাফির

—ঃ জীবনী গ্রন্থ ঃ—

(১) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (২) এশিয়া মহাদেশের ইমাম (৩) কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত ।

—ঃ সম্পাদকী কলম ঃ—

(১) ইমাম আহমাদ রেজা পত্রিকা (২) সুন্নী কলম পত্রিকা (৩) সুন্নী জাগরন পত্রিকা ।

—ঃ বিজ্ঞাপন ঃ—

(১) সুন্নাতে নবুবী ও সাহাবী ২০ রাকয়াত তারাবীহ (২) শেষ সমাধি (৩) অপ - প্রচারে বিভ্রান্ত হইবেন না (৪)আমি চ্যালেন্জ করিতেছি, দেওবন্দী - তাবলিগীরা ওহাবী (৫) কানুন মুতাবিক হউক (৬) হক্ক ও বাতিলের লড়াই (৭) সপ্তগ্রাম বাহাস কমিটির প্রতি (৮) অপ-প্রচার বন্ধ করুন (৯)চলুন মুনাজারাতে যাহ(১০) বাহাসের চুড়ান্ত ফলাফল(১১) দেওবন্দী বিশ্বাস ঘাতকদের চিনে নিন (১২) এক সঙ্গে তিন তালাক (১৩) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইতে নিরাপদ (১৪) বিশেষ বিজ্ঞপ্তি (১৫) জামায়াতে ইসলামী বাতিল ফিরকা (১৬) এক দিনের চুড়ান্ত মুনাজারা (১৭) ফুরফুরাবীদের ধারনায় তাবলিগী জামায়াত (১৮) কবরে সিজদাহ করা কি জায়েজ ?(১৯) রেডিও সংবাদে ঈদ হারাম (২০) আল্লাহর আশ্চর্য ফিরিশতা (২১) মল্লিকপুরের মুনাজারা(২২) বগুড়ার পীর মুজাদ্দিদ নহেন ।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

PATRIKA

SUNNI JAGORAN

Editor : Mufti Azam Bengal Shaikh Golam Samdani Razvi
Islampur College Road. Murshidabad (W.B) India. Pin - 742304
E-mail : sunnijagoran@gmail.com

সু - সুপথ , সুচেষ্টার আশা,
ন - নবী , অলী গওসের পথের দিশা,
নি - নিজেকে ইসলামের কর্মে করতে রত,
জা - জাগরণ আনতে হবে মোরা রয়েছি যত ।
গ - গঠন করতে মোদের সুন্দর জীবন,
র - রটতে হবে সদা সুন্নী জাগরণ,
ন - নইলে অজ্ঞতা মোদের করবে হরণ ।

মূল্য -১৫

সম্পাদকের কলমে প্রকাশিত

(১) মুসনাদে ইমাম আ'যম (২) আমজাদী তোহফাহ বা সুন্নী খুতবাহ (৩) তাবলিগী জামায়াতের অবদান। (৪) তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য (৬) সুন্নী নামাজ শিক্ষা (৭) সহী নামাজ শিক্ষা (৮) মক্কা ও মদীনার মুসাফির (৯) সেই মহা নায়ক কে ? (১০) কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত (১১) মোসনাদে আবু হানীফা (১২) দোয়ায় মোস্তফা (১৩) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (১৪) এশিয়া মহাদেশের ইমাম (১৫) ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী (১৬) বালাকোটে কাল্পনিক কবর (১৭) দাফনের পূর্বাপর (১৮) দাফনের পরে (১৯) নফল ও নিয়াত (২০) মাসায়েলে কুরবানী (২১) সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ (২২) হানাফী ভাইদের প্রতি এক কলম (২৩) তাম্বিহুল আওয়াম বর সলাতে অস সালাম (২৪) বালাকোট খন্ডনে এক কলম (২৫) বাংলা ভাষায় জুময়ার খুতবাহ ? (২৬) জান্নাতী জেওয়র এর বঙ্গানুবাদ (২৭) আনওয়ারে শরীয়াত এর বঙ্গানুবাদ (২৮) আল মিসবাহুল জাদীদ এর বঙ্গানুবাদ (২৯) কাশফুল হিজাব এর বঙ্গানুবাদ (৩০) শয়তানের সেনাপতি (৩২) কোরয়ানের বিশুদ্ধ অনুবাদ - কানযুল ঈমান (৩৩) নিয়াত নামা (৩৪) চেপে রাখা ইতিহাসের উপর এক কলম (৩৫) নারীদের প্রতি এক কলম (৩৬) বাংলার বাতিল ফিরকা ফুরফুরা (৩৭) নকল 'পরশমনি' হইতে সাবধান (৩৮) 'আবুল কাসেমই লা মাযহাবী - কুড়ি রাকয়াতই তারাবীহ (৩৯) গোমরাহজাকির নায়েক (৪০) ফায়যে রব্বানী তাফসীরে ছামদানী (৪১) তফসীরে নুরুল কোরয়ান (৪২) ফাতাওয়ায় মুফতী আ'যম বাঙ্গাল (৪৩) মুফতী আ'যম সমগ্র ।